NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ মৃণাল সেন শুধু চিত্র পরিচালক নন, তিনি একজন লেখক ও চিত্রনাট্যকার

পিড়াকাটায় অগ্নিমিত্রা ও প্রণত টুডুর সমর্থনে শুভেন্দুর জনসভা ৫

কলকাতা ১৯ মে ২০২৪ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৩৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.5.2024, Vol.17, Issue No. 336, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

আজ পুরুলিয়ায় হাইভোল্টেজ প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের নিজের নিজের দলের প্রার্থীর সমর্থনে আজ পুরুলিয়াতে সভা করতে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রোড শো করতে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। শেষ মুহূর্তের প্রচারে একই দিনে একই বিধানসভায় মাত্র ৮ কিলোমিটারের ব্যবধানে প্রধানমন্ত্রীর এবং মুখ্যমন্ত্রীর হাই ভোল্টেজ প্রচারকে কেন্দ্র করে সরগরম পুরুলিয়া।

বিস্তারিত জেলার পাতায়

গ্রেপ্তার কেজরির প্রাক্তন সচিব

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: আপ সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালকে হেনস্থা ও মারধরের মামলায় কেজরিওয়ালের প্রাক্তন সচিব বিভাব কুমারকে গ্রেপ্তার করল দিল্লি পুলিশ। জানা গিয়েছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকেই বিভাবকে আটক করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পিছনের গেট দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় বিভাবকে। কেজরির প্রাক্তন সচিবের বিরুদ্ধে আপ সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। দুই দিন আগেই দিল্লি পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করেন স্বাতী মালিওয়াল। দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা আম আদমি পার্টির সাংসদ অভিযোগ করেন, গত ১৩ মে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়িতে তাঁকে মারধর করেন বিভব কুমার। ৭-৮বার চড় মারেন, মাটিতে ফেলে বুকে ও পেটে লাথিও মারেন। স্বাতী বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁকে মারধর করতে থাকেন বিভব। ইতিমধ্যেই কেজরিওয়ালের বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। তাতে স্বাতীকে মারধর করতে দেখা গিয়েছে কেজরির সহকারীকে। শুক্রবার দিল্লি পুলিশ স্বাতী মালিওয়ালকে নিয়ে কেজরিওয়ালের বাড়িতে নিয়ে যান ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে। তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিভব কুমারও পাল্টা অভিযোগ জানিয়েছেন স্বাতী মালিওয়ালের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযোগ করেন, স্বাতী মালিওয়াল জোর করে, বিনা অনুমতিতে ঢুকেছিলেন কেজরিওয়ালের বাড়িতে।

সুষ্ঠুভাবে পঞ্চম দফা সম্পন্ন করতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চতুর্থ দফায় ভোটের দিন বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া এখনও পর্যন্ত ভোট মিটেছে মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই। পঞ্চম দফাতেও যাতে সেই ভাবেই ভোটের দিন কাটে তাই কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পথে নির্বাচন কমিশন। এই দফায় সরাসরি ভোটের ডিউটিতে থাকছে ৬১৩ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী। পাশাপাশি ৩৭ কোম্পানি বাহিনীকে অতিরিক্ত হিসাবে রিজার্ভে রাখা থাকছে। এর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ থাকছে ২৫, ৫৯০ জন। কিউআরটি (ক্যুইক রেসপন্স টিম) ভ্যান থাকছে ৫৬৭ টি।

পঞ্চম দফায় বারাসাত পুলিশ জেলায় মোতায়েন করা হচ্ছে ২১ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ১৬ টি কিউআরটি ভ্যান, ব্যারাকপুর পুলিশ জেলায় ৬৫ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ৫১ টি কিউআরটি ভ্যান, বসিরহাট পুলিশ জেলায় ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ১৩ টি কিউআরটি ভ্যান, বনগাঁ পুলিশ জেলায় ৫৫ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ৪৪ টি কিউআরটি ভ্যান, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ৬৪ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ৫৫ টি কিউআরটি ভ্যান, হুগলি গ্রামীণ এলাকায় সবচেয়ে বেশি ১৮১ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ১৬৬ টি কিউআরটি ভ্যান, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ৮১ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ৭৫ টি কিউআরটি ভ্যান, হাওড়া গ্রামীণ এলাকার জন্য ১১ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ১০৫ টি কিউআরটি ভ্যান, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ২৪ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ১৯ টি কিউআরটি ভ্যান ও রানাঘাটে ৩০ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ২৩ টি কিউআরটি ভ্যান মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

‘হয় মানো, না হয় বাইরে যাও’, মমতার পাশে কংগ্রেস হাইকমান্ড

অধীরকে বার্তা খাড়্গের

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন প্রদেশ কংগ্রেস যতই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা জারি রাখুক, সর্বভারতীয় কংগ্রেস আরও এক বার বুঝিয়ে দিল, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘ইন্ডিয়া’র শরিক মনে করে। শুধু তা-ই নয়, সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে সটান বলে দিলেন, ভোটের পর সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কী হবে না হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধীর চৌধুরী কেউ নন। সেটা ঠিক করবে হাইকমান্ড। বিদায়ী লোকসভার কংগ্রেস দলনেতার উদ্দেশে কিছুটা হুঁশিয়ারির সুরেই খাড়্গে বলেছেন, ‘হয় হাইকমান্ডের কথা মানতে হবে, তাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে হবে, না হলে বাইরে যেতে হবে।’

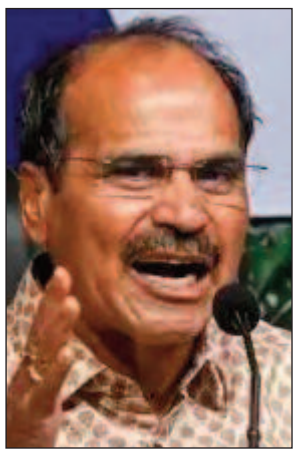

যা শুনে অধীর বলেছেন, ‘আমিও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। আমিও হাইকমান্ডেরই লোক!’ অর্থাৎ, অধীর কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে কার্যত সম্মুখসমরেই নেমে পড়লেন। তাঁর কথায় স্পষ্ট যে, তিনি খাড়্গে এবং নিজেকে একই মর্যাদা এবং মঞ্চে রাখছেন। এখন দেখার, অধীরের এই বক্তব্য জেনে কংগ্রেস সভাপতি এবং হাইকমান্ড কোনও পদক্ষেপ করে কি না। শনিবার খাড়্গে, শরদ পাওয়ার, উদ্ধব ঠাকরে-সহ ‘ইন্ডিয়া’র নেতারা লখনউয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানেই প্রশ্নের জবাবে খাড়্গে বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে বাইরে থেকে সমর্থনের কথা বলেছিলেন। বাইরে থেকে সমর্থন কোনও নতুন বিষয় নয়। প্রথম ইউপিএ সরকারে বামেরাও বাইরে থেকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু তার পরেও মমতার আরও একটি বিবৃতি এসেছে। যাতে স্পষ্ট যে, তিনি ‘ইন্ডিয়া’য় আছেন এবং সরকার গঠিত হলে তিনি তাতে শামিল হবেন।’

লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে গত বুধবার মমতা বলেছিলেন, ‘ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দিয়ে, বাইরে থেকে সবরকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব। যাতে বাংলায় আমার মা-বোনেদের ১০০ দিনের কাজে কোনও দিন অসুবিধা না-হয়।’ মমতার কথার মর্মার্থ ছিল যে, কেন্দ্রে ‘ইন্ডিয়া’ সরকার গঠন করলে তৃণমূল সেই সরকারে যাবে না। তারা বাইরেই থাকবে। বাইরে থেকেই সরকারকে সমর্থন দেবে। তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে। যদিও ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বৃহস্পতিবার তমলুকের জনসভা থেকে মমতা ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, ‘অল ইন্ডিয়া লেভেলে (সর্বভারতীয় স্তরে) আমরা বিরোধী জোট ইন্ডিয়া তৈরি করেছিলাম। আমরা জোটে থাকব। অনেকে আমায় ভুল বুঝেছে। আমি ওই জোটে আছি। আমিই ওই জোট তৈরি করেছি। আমি জোটে থাকবও। এখানকার সিপিএম নেই। এখানকার কংগ্রেস নেই। কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে আমরা জোটে থাকব। ভুল বোঝাবুঝির কোনও জায়গা নেই। ভুল খবর ছড়িয়েছে। এতে বিভ্রান্তি হচ্ছে।’

মমতার মন্তব্য নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর বলেছিলেন, ‘উনি জোট থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। ওঁর কোনও কথায় আমি ভরসা করি না। এখন দেখছেন হাওয়া বদলাচ্ছে। তাই এ দিকে ভিড়তে চাইছেন। বিজেপির দিকে পাল্লা ভারী দেখলে ও দিকে যাবেন।’ সেই প্রসঙ্গে অধীরকে কার্যত তিরস্কার করেছেন খাড়্গে। তিনি বলেছেন, ‘অধীর চৌধুরী ঠিক করার কেউ নন। কী হবে তা ঠিক করার জন্য আমরা রয়েছি। কংগ্রেস পার্টি রয়েছে। হাইকমান্ড রয়েছে।’ নিজের বক্তব্য আরও স্পষ্ট করে দিয়ে খাড়্গে বলেছেন, ‘হাইকমান্ড সিদ্ধান্ত নেবে। হয় সেই সিদ্ধান্ত মানতে হবে, না হলে বাইরে চলে যেতে হবে।’ খাড়্গের মন্তব্যের কথা জেনে প্রদেশ কংগ্রেসের অধীর-ঘনিষ্ঠ এক নেতা বলেন, ‘একটা লোক কংগ্রেস পার্টিকে বাঁচাতে বাংলায় সব আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়ছে। আর কেউ কেউ হাইকমান্ডের নাম করে বাংলা থেকে কংগ্রেসকে তুলে দেওয়ার ইজারা নিয়ে রেখেছেন।’ স্বয়ং অধীর বলছেন, তিনিও কংগ্রেস হাইকমান্ডেরই লোক। তবে অধীরকে ভর্ৎসনা করে খাড়্গের মন্তব্য নিয়ে ময়দানে নেমেছে তৃণমূল। সমাজমাধ্যমে তৃণমূলের আইটি বাহিনী লেখা শুরু করেছে, ‘যে অধীরকে তাঁর সভাপতি রাস্তা দেখে নেওয়ার বার্তা দিচ্ছেন, সেই অধীরের কথার কোনও মূল্য নেই। আসলে কংগ্রেস হাইকমান্ডও জানে, বাংলায় বিজেপি-বিরোধী একমাত্র শক্তি তৃণমূলই।’

‘তৃণমূল দোষ করলে দুটো থাপ্পড় মারবেন’

আরামবাগের সভায় মোদির গ্যারান্টিকে কটাক্ষ মমতার

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

সারা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে দু’বার প্রচার করে গিয়েছেন আরামবাগ কেন্দ্রে। এ বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে দ্বিতীয়বার ভোট প্রচার করলেন এই কেন্দ্রে। তার আগে প্রশাসনিক সভাও করেন আরামবাগে। শনিবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী কামারপুকুরের শ্রীপুর পেনেরপুকুর সংলগ্ন মাঠে সভা করেন। সভা মঞ্চ থেকে প্রথমে উন্নয়নের কিছু কথা বলার পরেই কড়া ভাষায় নরেন্দ্র মোদিকে নাম না করে কটাক্ষ করেন।

তিনি বলেন, মোদির গ্যারান্টি মিনস ফোরটোয়েন্টি। গ্যারান্টি মিনস নো গ্যারান্টি। ভোঁ-কাট্টা, ভোটের বাক্সে ভোঁ- কাট্টা করে দিন বলে তোপ দাগেন মমতা। মোদিবাবু বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেবেন বলেছেন। তা দেওয়া কি সম্ভব। প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাছাড়া আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী মিতালী বাগকে সাধারণ ঘরের মেয়ে বলে মন্তব্য করেন। বাউরী, আদিবাসী, মতুয়া-সহ বিভিন্ন জাতির মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার বার্তা দেন তিনি। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা মঞ্চ থেকে বলেন, বাংলায় কোনও জোট নেই। এখানে শুধু কংগ্রেস-সিপিএমের মহাঘোঁট আছে। দিল্লিতে আমরা ‘ইন্ডিয়া’র সঙ্গে আছি। ইসবার ‘ইন্ডিয়া’ সরকার আমরা গড়ব। কিন্তু এখানে একটা ভোটও সিপিএম-কংগ্রেসকে দেবেন না। কেন্দ্রে ‘ইন্ডিয়া’ সরকার গড়তে আমরা একাই একশো।

সন্দেশখালি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘মা বোনেদের দিয়ে কী লিখিয়ে নিয়েছে কেউ জানেনও না। সন্দেশখালির কলঙ্ক, আজীবন মানুষ মনে রাখবে। এরা চক্রান্ত করে। দেখবেন মাঝে মধ্যেই এরা মন্দির থেকে একটা পুতুল সরিয়ে দেয়। পুতুল মানে ওদের পুতুল, আমাদের ঠাকুর দেবতা। আমরা সে সব সরাই না। আমরা সম্মান করি। সে যে দেবতাই হোক। ওরা সরাতে পারে। সমস্ত জেলা প্রশাসনকে বলব মন্দিরগুলো খেয়াল রাখুন, সন্দেশখালি ব্যর্থ হওয়ার পরে ওদের প্ল্যান ওরা মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে নতুন অশান্তি করতে পারে। সেগুলো করতে দেবেন না। কোনও জায়গায় যেন অশান্তি না হয়। যেখানে অশান্তি হবে, সেখানকার প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে হবে। তাই খেয়াল রাখুন। যেখানে যেখানে কিছু সরাবে সেখানে নতুন মূর্তি এনে দেবেন। আমরা ওঁদের মতো নয়। আমরা মন্দির থেকে মূর্তি সরাই না।’

এছাড়াও নাম না করে নরেন্দ্র মোদিকে তোপ দেগে বলেন, ‘বাঙালিরা তোমাদের পছন্দ করে না। ওরা বিজ্ঞাপনে প্রচুর টাকা খরচ করে। অথচ গরিবদের দেওয়ার টাকা নেই। টাকা খরচ করে মন পাওয়া যায় না। এটা হৃদয় দিয়ে হয়।’ তৃণমূল দলের আত্ম সমালোচনা করে তৃণমূল সুপ্রিম ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,‘তৃণমূল দোষ করলে দু’টো থাপ্পড় মারবেন, সেই অধিকার আছে আপনাদের।’ সিপিএমের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতিচারণা করে বলেন, ‘এই গোঘাটের পাশে বাঁকুড়া। এখানে আমরা এসেছিলাম। সিপিএম গ্রাম দখল করে নিয়েছিল। মেরে লাশ ভাসিয়ে দিয়েছিল। রাত ১টার সময় বেরিয়েছিলাম। গা ছম ছম করছিল। দেখলাম মানুষ জন সব গলা পর্যন্ত ডুবে রয়েছে। আমাকে বলছে, দিদি আমরা এখানে লুকিয়ে আছি। না হলে মেরে দেবে। আমি যখন কিছু বলি তার প্রমাণ থাকে। আমার সঙ্গে সেদিন ছিলেন সাংবাদিক অনিন্দ্য জানা। সুদীপ দা (বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাদের বলেছিলেন, এত ঝুঁকি নিচ্ছি কেন! কিন্তু আমি বলেছিলাম মানুষ বিপদে পড়লে কী করব। সেদিন যারা সিপিএমের হার্মাদ ছিল, আজ তারাই বিজেপির হার্মাদ। ওই সাংবাদিক, এখান থেকে ফিরে একটি লেখা লিখেছিলেন। আমার আজও মনে আছে। প্রমাণ আছে। এসব অনেকেরই আজ আর মনে নেই। তাই মনে করিয়ে দিলাম।’

কামারপুকুর-জয়রামবাটিতে তাঁর আসার ইতিহাস আশ্চর্যের ঘটনা বলে জানান মমতা। আরামবাগ থেকে একটা রাস্তা আছে গরবেতা আর চমকাইতলা পর্যন্ত। ওখানে একটা সুড়ঙ্গ করেছিল সিপিএম। মেরে সুড়ঙ্গ দিয়ে ভাসিয়ে দিত জলে। আমি চমকাইতলায় পার্টির মিটিং করতে এসেছিলাম। আমার সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা ছিলেন। আমি তখন রেলমন্ত্রী। আমাদের প্যান্ডেল, বাস ভেঙে দেওয়া হল। অজিত পাঁজাকে আমি ছুটে এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাই। শুধু গুলি চলছিল। আমার সেদিন থাকার জায়গা ছিল না। জয়রামবাটি-কামারপুকুর থেকে বলে দিয়েছিল কোথায় থাকতে হবে। আমি সেদিনের জন্য কৃতজ্ঞ। উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আরামবাগের রাস্তা এবং অন্য সংস্কারের কাজ হয়ে গেলে কামারপুকুর এবং জয়রামবাটিও উন্নত হবে।’ তীর্থ পর্যটন প্রসঙ্গে টেনে আনলেন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসঙ্গও। আরামবাগের এই অঞ্চলে প্রচুর মন্দির আছে। আর আছে টেরাকোটা। তাই পর্যটনের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে। আরও হচ্ছে। পর্যটন বাড়লে আরও উন্নতি হবে। ৮৯০ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করে গিয়েছি। নতুন রাস্তার প্রকল্পে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ জুড়বে। তাতে পর্যটনের নতুন ক্ষেত্র খুলে যাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি সিপিএম ও কংগ্রেসকে চাকরিখেকো বলেন। দশলক্ষ চাকরি আমি প্রস্তুত রেখেছি, সিপিএম-কংগ্রেস করতে দিচ্ছেন না।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ করে বলেন,‘অমিত শাহ কেন বললেন, শেয়ারে টাকা জমাও। আসলে শেয়ার সব ধসে গিয়েছিল। এখন নিজেদের টাকা দিয়ে শেয়ার ঠিক করছে। ওই শেয়ারে যারা টাকা জমাবে, তাদের সব ধসে যাবে। কেউ জমাবেন না। অমিত শাহ নির্বাচন চলাকালীন এ কথা বলতে পারেন না। এটা পরিষ্কার আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে। শেয়ারে টাকা ঢালবেন কি ঢালবেন না, এটা সম্পূর্ণ আপনাদের ব্যাপার। তবে বাংলা দেশ স্বাধীন করেছিল। এ বারও বাংলা দেশকে পথ দেখাবে। মোদিকে সরাতে হবে। মনে রাখবেন, এই নির্বাচনে যদি ওরা যেতে আর সংবিধান থাকবে না। ভোট হবে না। আপনাদের অধিকার থাকবে না। তাই বুঝেশুনে নিজের ভোট দেবেন। সবমিলিয়ে এইভাবে এদিন কামারপুকুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল প্রার্থী মিতালী বাগের হয়ে ভোট প্রচারে ঝড় তোলেন।’

জেলমুক্তির পরই মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি মাম্পির

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে জেলমুক্তি। শনিবার দুপুরে দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে মুক্ত হন সন্দেশখালির বিজেপি নেত্রী মাম্পি দাস। বেরিয়েই মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরক উক্তি করে জানান, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়ব না। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি যা করেছেন এর শেষ দেখে ছাড়ব।’ গত কয়েকদিন ধরে ভাইরাল ভিডিও-র ঘটনায় বঙ্গ রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন সন্দেশখালির বিজেপি নেত্রী মাম্পি দাস। কারণ, এলাকার মহিলারাই তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন। বলেছিলেন, মাম্পিই নাকি সাদা কাগজে সই করিয়েছিলেন গ্রামের মহিলাদের দিয়ে। যা ব্যবহার করে শেখ শাহজাহান ও তাঁর শাগরেদদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা করা হয়। এরপরই পুলিশের তরফে নোটিস পাঠানো হয় মাম্পিকে। এই নোটিসের প্রেক্ষিতে আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন মাম্পি। পরবর্তীতে জামিনের আর্জি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। শুক্রবার সেই মামলার শুনানিতে সেদিনই জেলবন্দি মাম্পি ওরফে পিয়ালি দাসকে অবিলম্বে মুক্ত করার নির্দেশ দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তবে দমদম সংশোধনাগারের প্রয়োজনীয় নথিপত্রের সঠিক সময়ে না আসার কারণে ওইদিন তিনি ছাড়া পাননি। শনিবার মুক্তি পান মাম্পি।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে বিরোধীদের বার্তা দিলেন শাহ

‘মেরে পাস মোদি হ্যায়’

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: ‘মেরে পাস মা হ্যায়’। পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে বিরোধী শিবিরকে তোপ দেগে বার্তা দিলেন, ‘মেরে পাস মোদি হ্যায়, অ্যাটম বোম সে নেহি ডরতে।’ অর্থাৎ, ‘আমার কাছে মোদি আছেন, পরমাণু বোমাকে ভয় পাই না।’ আসলে লোকসভা নির্বাচনী প্রচারে সাম্প্রতিক সময়ে আলাদা জায়গা পেয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। সীমান্ত পারের অশান্তি সেই প্রচারে বাড়তি ইন্ধন জোগাচ্চে বিজেপিকে। এই ইস্যুতেই কিছু দিন আগে কংগ্রেস নেতা মণিশংকর আইয়ার বলেছিলেন, মোদি সরকারের উচিৎ পাকিস্তানকে সম্মান করা। কারণ ওদের হাতে পারমাণবিক বোমা রয়েছে। কোনও পাগল যদি ক্ষমতায় আসে সেক্ষেত্রে বলা যায় না কোথা থেকে কী হয়ে যেতে পারে। তবে কংগ্রেস নেতার এহেন মন্তব্যকে হাতিয়ার করে হাত শিবিরকে নিশানায় নিয়েছে বিজেপি।

শনিবার বুন্দেলখণ্ডের ঝাঁসিতে এই ইস্যুতেই সুর চড়ান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অংশ ছিল এবং থাকবে। এবং আমরা ফের তা অধিগ্রহণ করব। মণিশংকরের নাম ধরে তিনি বলেন, ‘উনি বলছেন পাকিস্তানের সম্মান করুন কারণ ওদের হাতে পরমানু বোমা রয়েছে। পিওকে-এর দাবি না জানাতে। আমি ওনাকে জানাতে চাই, আমার কাছে মোদি আছেন, আমি পরমাণু বোমাকে ভয় পাই না।’

এখানেই না থেমে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশংসা করে অমিত শাহ আরও বলেন, মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যোগীজি মুখ্যমন্ত্রী হলেন এখানে। এর পর থেকে উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন গোটা দেশ দেখেছে। আগে এখানে দেশি পিস্তল তৈরি হত। এখন এখানে ডিফেন্স করিডোর তৈরি হয়েছে। এখন কামানের গোলা তৈরি হয়। এর রেশ ধরেই শাহ বলেন, পাকিস্তান যদি কোনও রকম ভুল পদক্ষেপ নেয়, সেক্ষেত্রে এই বুন্দেলখণ্ডের কামানের গোলা পাকিস্তানের মাটিতে আছড়ে পড়বে এবং গোটা পাকিস্তানকে সাফ করে দেবে।

উলুবেড়িয়ায় ভোট ভাগের অঙ্কে স্বপ্ন দেখছেন বামেরা

শুভাশিস বিশ্বাস

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্র পরিচিত ছিল বাম দুর্গ হিসেবে। ১৯৭১ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত টানা ১০ বার হাওড়া জেলার এই কেন্দ্রে জয়ী হয় সিপিএম। তার মধ্যে শেষ সাত বার হান্নান মোল্লা। তবে ধীরে ধীরে সেই লাল দাপট ফিকে হয়েছে। এরপর এই কেন্দ্র আধিপত্য বিস্তার করেছে তৃণমূল। ২০১৯ সালেও এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তৃণমূলের সাজদা আহমেদ। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূলের জয়ের এই ট্রেন্ড অব্যাহত। ফলে সবদিক বিচার করেই ২০২৪-এও জয়ী প্রার্থীর ওপরেই ভরসা রেখেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এদিকে বিজেপির প্রার্থীর ক্ষেত্রে হয়েছে পরিবর্তন। ২০১৯-এ এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছিল জয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে নানা কারণে সম্প্রতি দলের সঙ্গে তাঁর অনেকটাই দূরত্ব তৈরি হয়। সেই কারণেই প্রার্থী বদল করে নতুন প্রার্থী করা হয় অরুণোদয় পালচৌধুরীকে। অন্যদিকে, জোটের হয়ে কংগ্রেসের তরফে লড়বেন আজহার মল্লিক। তবে উলুবেড়িয়ায় জয় নিয়ে প্রায় নিশ্চিত শাসক দল। তবে তারই মধ্যে কোথাও একটা অস্বস্তি তৈরি করছে গত বিধানসভা নির্বাচনের বিজেপির উত্থান। উলুবেড়িয়া উত্তর, শ্যামপুর, বাগনান এবং উদয়নারায়ণপুরে কিছুটা হলেও ভোট বৃদ্ধি করেছে বিজেপি। তবে বিজেপির এই ভোটবৃদ্ধিকে মোটেই পাত্তা দিতে রাজি নয় তৃণমূল। কারণ, উলুবেড়িয়ার তৃণমূল নেতারা জানেন একশো দিনের টাকা, আবাস যোজনার টাকা সহ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ দু-হাত ভরে আশীর্বাদ করবেন তাঁদেরকেই।

এরপর দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৫/০৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, রানাঘাট, নদীয়া কোর্টে ৪২০৫/২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mrinmoy Kumar Dutta ও Mrinmoy Dutta Roy S/o. Arun Dutta R/O. 2No. Khamarpara, Roy Bye Lane, Bansberia, Chinsurah, Hooghly-712502, Temp. R/o. Payradanga, Pritinagar, Ranaghat, Nadia, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Name Change

I, Smt. Tanu Khanra W/o Sri Prabir Khanra of Vill and Post - Deulpur, P.S. Panchla, Dist. Howrah, do hereby solemnly affirm and declare vide affidavit before Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Howrah on 13 May, 2024 that erroneously recorded my name as Tanushree in my personal Rural Postal Life Insurance Policy. Tanushree Khanra and Tanu Khanra same and identical person

Name Change

I, Sekh Sirajul S/o Lt. Sk. Jahur, resident of vill : Mirpur, P.O. Keshabpur, P.S. Madhabdihi, Dist. Purba Bardhaman, West Bengal - 713423, hereby solemnly affirm and declare vide affidavit on 03.11.2022 before Executive Magistrate Purba Bardhaman that my actual name is Sekh Sirajul but erroneously recorded in Ration Card as Sekh Manik. Sekh Sirajul and Sekh Manik is one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Prob. Case No. 11 of 2023

স্বপ্না ব্যানার্জী ....আবেদনকারিণী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে জনেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ইং ০৭.০৭.২০২২ তারিখে বি. সি. রায় টেকনোলজি হাসপাতাল, আই. আই. টি. খড়গপুরে মারা যাওয়ায় গত ইং ১৬.০৩.২০১৮ তারিখে খড়্গপুর এডিএসআর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত III- ১৬/১৮ নং উইলের প্রবেট পাইবার জন্য অবেদনকারিণী অত্র প্রবেট মোকদ্দমা করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

SCHEDULE

Dist. - Paschim Medinipur, P.S. - Kharagpur (Town), Mouza-Sonamukhi, J.L. No.-188, R.S. Khatian No. 872, R.S. Plot No. 331, Hijli Co-op. Society's Plot No.149 (P), area 20 dec. with a two-storied building. **Butted & Bounded By:** North: 40ft wide road, South: Prof. K. B. Dutta, East: Dr. S.P. Mukherjee, West: Putul Lahiri.

অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র
তাং-09.05.2024. সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়গপুর

বিজ্ঞপ্তি

আমি **শ্রীমতী করুনা ঘোষ**, স্বামী- শ্রী বিরাজ মোহন ঘোষ, সাং- হেমাতপুর, পোঃ কুটীর পাড়া, থানা- নাদনঘাট, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৫১৯, বিগত ইংরাজী **৬ই জানুয়ারী ২০১৫ সালে ৫৯২৯ নং বিক্রয় কোবালা দলিলে** নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির কিছু অংশ সরাসরি ক্রয় করি যাহাতে বিক্রেতাগন হলেন **১) অসীত বরন দে, ২) অনিল কুমার দে, ৩) দুলাল চন্দ্র দে ৪) পরিতোষ দে, ৫) বিমল দে, ৬) নির্মল দে, ৭) দিপ্তী দে, ৮) শ্রীমতী জয়ন্তী দে, ৯) শ্রীমত্যা মিতা দে (দাস), ১০) শ্রীমত্যা সুষমা দে, ১১) অজয় কুমার দে, ১২) দিলীপ কুমার দে, ১৩) প্রদীপ কুমার দে ওরফে উত্তম কুমার দে এবং ১৪) গৌতম দে**, এবং আরও কিছু অংশ ক্রয় করি আমমোক্তা গ্রহীতা **গৌতম দে**র নিকট হইতে, যিনি ইংরাজীর ০২/০৫/২০০৭ সালে **নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে ৪ নং বহির ২৬ নং** আমমোক্তারনামা পত্রের মাধ্যমে মালিক হন, যাহাতে আমমোক্তার দাতাগন হইলেন - **১) শ্রীমত্যা গীতারানী দে ২) গৌরব দে, ৩) সৌরভ দে, ৪) শ্রী কমল দে, ৫) শ্রীমতী রীনা বোস, ৬) শ্রীমতী নমিতা দাস।** অতএব আমি যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি আগামীতে তাহা রেকর্ড করিতে চাহিলে তাহাতে কাহারও কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে, সরাসরি উপরোক্ত ঘোষনা কারকের নিকট ৩০ দিনের মধ্যে জানাইতে বাধ্য থাকিবেন।

উপরোক্ত ঘোষনা সাপেক্ষে সম্পত্তি তপশীলঃ
জেলা- বর্ধমান, মৌজা- শ্রীরামপুর, জে.এল নং- ১৩৫, দাগ নং- ৩০৯২, খতিয়ান নং- ১৭৭, ৭৪, ১১৭৬, ৩০০৫, ৩৫২৪, ২২০১। মোট জমির পরিমান - ৯ শতক মাত্র।

PREPARED & DRAFTED BY ME
BROTOTI DUTTA (ADVOCATE)
REG NO: F/1575/1351 OF 2019

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the Ld. District Delegate, Paschim Medinipur
Ref:- Succession Certificate No. 41/2022
Suprakash Chowdhury and others .... Petitioners

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ মৃত নন্দলাল চৌধুরীর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর Head Post Office-এ National Small Saving Scheme এ Account No. 020011715526-এ গচ্ছিত Rs. 3,00,000/-, Account No. 3030686835-এ গচ্ছিত Rs. 2,00,000/-, Maturity Amount Rs. 2,92,508/- with interest, Saving Account No. 3151981303 -এ গচ্ছিত Rs. 34,511/- with interest and Life Insurance Policy, being No. 435520938, issued by LICI Garhbeta Branch, Howrah Division Sum assured Rs. 30,000/- with insurance benifit along with interest etc. -এর উত্তরাধিকার শংসাপত্র পাইবার জন্য অত্র আদালতে উপযুক্ত নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। দরখাস্তকারীগণের দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে আপনারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

আদেশানুসারে
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯-০২-২০২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে মে, রবিবার। একাদশী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি অষ্টোত্তরী বুধের র মহাদশা বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন।যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী। মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

(আজ মোহিনী একাদশী তিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ভোটপর্বে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে নতুন নাম নথিভুক্তিকরণ বন্ধ থাকায় সঙ্কটে আম জনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটপর্বে অন্য সরকারি প্রকল্পের মতো স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে নতুন নাম নথিভুক্তকরণ বন্ধ রয়েছে। যার জেরে সঙ্কটে পরেছেন রাজ্যের আম জনতা। দীর্ঘ তিন মাসের লম্বা লোকসভা ভোট পর্বে থমকে গিয়েছে সরকারি কাজ কর্ম। বিধি নিষেধের গেরোয় যেমন নতুন প্রকল্পের কাজ আটকে গেছে তেমনি বন্ধ রয়েছে বিভিন্ন চালু প্রকল্পের কাজও জন্য বাংলার বহু পরিবার এখন বিপাকে পড়ে গিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম স্বাস্থ্যসাথী।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলতি ভোট পর্বে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বহুবার কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। একাধিকবার এই ৩ মাস ধরে ভোটপর্ব চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁর বক্তব্য, বিজেপিকে সুবিধা করে দিতেই বিজেপি বান্ধব কমিশন এই পদক্ষেপ করেছে। আর তার দরুণ শুধু যে রাজ্যের বা দেশের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ যে শুধু আটকে পড়েছে তাই নয়, আমজনতারও ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই অভিযোগের সব থেকে বড় প্রমাণ হিসাবে এখন উঠে এসেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে জন্য আমজনতার ভোগান্তির ঘটনায়। কেননা দেখা যাচ্ছে, বহু রোগীকে ও তাঁর পরিজনকে এই জন্য চূড়ান্ত নাজেহাল হতে হচ্ছে। চিকিৎসা পেতে তাঁরা সমস্যায় পড়ছেন। হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে রোগীকে ভর্তি রেখে পরিবারের লোকজনদের সরকারি অফিসে ছুটতে হচ্ছে। তাতেও সুরাহা মিলছে না।

বিভিন্ন কারণে এতদিন অনেকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করাননি। অনেকে আবার আবেদন করার পরও কার্ডে নাম ওঠেনি। সুস্থ থাকায় এতদিন এনিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা ছিল না। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁদের কার্ডের দরকার হচ্ছে। তা না হলে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম জরুরি পরিষেবা আদৌ বন্ধ রাখা যায় কিনা, তা নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমহলে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। রাজ্যের বহু চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধ করে কেউ হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি হতে চান না।

আচমকা অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজ্য সরকার জরুরি ভিত্তিতে আধার কার্ড তৈরি করে দেয়। কিন্তু কমিশনের নির্দেশ থাকায় এখন আর তা করা হচ্ছে না। ফলে রোগী ও তাঁর পরিজনদের এখ ন বাধ্যতামূলকভাবে ধারদেনা করে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে নতুন করে নাম নথিভুক্ত করা যাবে কি না, তা নিয়ে কমিশনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাতে কমিশন জানিয়েছে, 'বেনিফিশারি প্রজেক্ট'-এ যাদের নাম ভোটের আগে নথিভুক্ত আছে, কেবলমাত্র তাঁরাই সুবিধা পাবেন'। ফলে ভোট ঘোষণার পর যারাই নাম নথিভুক্তকরণের জন্য এখন চেষ্টা করছেন তাঁদের সবাইকে খালি হাতেই ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা।

উলুবেড়িয়ায় ভোট ভাগের অঙ্কে স্বপ্ন দেখছেন বামেরা

প্রথম পাতার পর...

শুধু রাজ্য নয়, একই অবস্থা গোটা দেশে এমনটাও অভিযোগ তাঁদের। আরএসএস-বিজেপির সরকার চলছে দশ বছর। আর এই ১০ বছরে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, দেশের সংবিধান আক্রান্ত। ধর্মের নামে, জাতির নামে, খ াদ্যাভ্যাসের নামে এমনকি ভাষার নামেও প্রতিদিন মানুষকে বিভক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির ছোট-মাঝারি ও বড় মাপের নেতানেত্রীরা সাম্প্রদায়িক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। নতুন কর্মসংস্থান হওয়া তো দূর অস্ত কার্যত পুরানো কাজও অনেকেই হারিয়ে ফেলেছেন। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। যাতে এইসব ইস্যুতে খেটে খাওয়া মানুষ, মধ্যবিত্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ একজোট না হতে পারেন, জনজীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলো তুলে না ধরতে পারেন তাই বিভাজনের রাজনীতিকে সামনে আনা হচ্ছে। এখন নির্বাচন চলে আসায় 'মোদির গ্যারান্টি' ইত্যাদি বলা হচ্ছে, কিন্তু দশ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে যারা দেশের যাবতীয় সাংবিধানিক গ্যারান্টিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে, তাদের মুখে এসব কথা যে মানায় না তা বলাই বাহুল্য।

এদিকে বামেরা কংগ্রেস প্রার্থী আজহার মল্লিকের হয়ে গলা ফাটালেও কংগ্রেসের অন্দরে তৈরি হয়েছে এক তীব্র অসন্তোষ। স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের ছাড়াই প্রচার করছেন প্রার্থী। তাঁদের প্রচারে কংগ্রেস কর্মীদের থেকে বেশি দেখা যাচ্ছে সিপিএমের কর্মীদের। আর এই ঘটনায় সম্প্রতি বাম সমর্থিত উলুবেড়িয়ার কংগ্রেস প্রার্থী আজহার মল্লিকের বাড়ির কাছে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীদের পোস্টারও নজরে আসে। যেখানে লেখা 'কংগ্রেস কর্মীদের বাদ দিয়ে কেন বামেদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন করা হচ্ছে আজহার মল্লিক জবাব দাও'। আর এই পোস্টার দেওয়া হয় কংগ্রেস কর্মীবৃন্দের নামে। এছাড়াও কর্মীদের এআইসিসির টাকা কেন দেওয়া হচ্ছে না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় এই পোস্টারে। এই ঘটনায় এটা স্পষ্ট, জোটের নিচু তলায় কোথাও যে সুর কাটছে। আর এই সুর কাটার জেরে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থীর হাতে সব হিসেবের শেষে পড়ে থাকছে ওই পেন্সিলটুকুই, এমনটাই ধারনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। আর যে কেন্দ্রে ৩৩ শতাংশ ভোটার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সেখান থেকে পদ্ম শিবিরের জয়ের স্বপ্ন দেখা অলীক কল্পনা বলেই জানাচ্ছেন স্থানীয়রা।

শুধু তাই নয়, ২০১৯-এ বাম ভোট রামে যাওয়ার যে ট্রেন্ড দেখা গিয়েছিল, তা যদি ফের বাম ভোটবাক্সে ফেরে তাহলে বিজেপির ভোট শতাংশ কমবে বলেও জানাচ্ছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তবে এখানেও সামনে আসছে আরও একটা তথ্য। উলুবেড়িয়ার বাম ভোট বেশ কিছুটা গিয়েছিল তৃণমূলেও। দু-পক্ষ থেকে এই ভোট বামেদের ভোট ব্যাংকে ফিরে এলে তৃণমূল আর বিজেপির প্রাপ্ত ভোট কমতে বাধ্য। ফলে কমবে দু'দলের মধ্যে ভোটের ব্যবধানও। আর এই ভোট কাটাকাটির অঙ্কে শিকে ছেঁড়ার আশায় বামেরা।

২০২৪-২৫ সালের মধ্যে তৃণমূল দলটাই শেষ হয়ে যাবে, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় ৩০-৩২ আসন মিলবে বিজেপির। আর ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে তৃণমূল দলটাই শেষ হয়ে যাবে। শনিবার বিকেলে জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে দমদম-ব্যারাকপুর জেলার তৃণমূলের সভানেত্রী কেয়া দাস এবং শনিবার জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামবিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে কুৎসা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিন বিকেলে জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং দাবি করেন, মমতা-অভিষেকের নির্দেশে তাঁর বিরুদ্ধে এভাবে কুৎসা রটানো হচ্ছে। কুৎসার জবাবে সাংবাদিক বৈঠকে অর্জুন সিং বলেন, 'দীপক ঘোষের বইয়ের পাতা খুলে দেখিয়ে দিলেই ওদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।'

তাঁর জবাব, হেরে যাওয়ার ভয়ে ওরা কুৎসা রটানোর চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, ব্যারাকপুরের মাটিতে পোস্টারবাজি করে বিজেপিকে হারানো সম্ভব নয়।'

ডিসিআরসি কেন্দ্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কাজে লাগানোর অভিযোগ রথীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার দুপুরে হাওড়া সদর বিজেপির প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ ও আদালত অবমাননার অভিযোগ তোলেন। রথীন তথ্য দিয়ে অভিযোগ করে বলেন, 'হাওড়া পুর নিগমের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ভোটের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে । ডিসিআরসি কন্ট্রোল রুমে তাদের কাজ করানো হচ্ছে। যেটা নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন অমান্য করে এই কাজ করা হচ্ছে।' প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ও কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক কোনো কর্মচারীকে সরাসরি ভোটের কাজে লাগানো যাবে না, যা নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইনে স্পষ্ট রয়েছে। অথচ হাওড়ার কয়েকটি ডি সি আর সি কন্ট্রোল রুমে কাজের জন্য হাওড়া পুর নিগমের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মোট ৮৫ জন এরকম কর্মচারীর তথ্য পাওয়া গেছে।এভাবে ভোট হলে সেটা অবৈধ নির্বাচন হবে। এছাড়াও ইভিএম বদলের আশঙ্কাও করছেন তিনি। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন সহ সংশ্লিস্ট দপ্তরে বিজেপি অভিযোগ জানিয়েছে । প্রয়োজন হলে ভারতীয় জনতা পার্টি আইনের দ্বারস্থ হবে। বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী স্পষ্ট দাবি করেন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের দিয়ে নির্বাচন করানো হলে তার দায় রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের হবে।

'মুঙ্গেরি লাল কে হাসিন স্বপ্নে', ভোটের ফলাফল নিয়ে মমতাকে তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার হাওড়ার বেলুড় থেকে লিলুয়াতে রোড শোতে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। দেশ তথা রাজ্যে বিজেপির আসন সংখ্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, 'মুঙ্গেরি লাল কে হাসিন স্বপ্নে', ওনাকে স্বপ্ন দেখছেন দেখুন। আমরা ১৮টা পেয়েছিলাম এবার ৪ তারিখ অপেক্ষা করুন বুঝতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী সভায় ২৪-এর ভোটের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, বিজেপি এবার ২০০ আসনও পাবে না। উল্টোদিকে তিনশোর বেশি আসনে জিতে তাঁর ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসবে। এ নিয়েই সুকান্ত শনিবার কটাক্ষ করেন। এদিন সুকান্ত বলেন, গতবার তো বলেছিলেন যে গোরু দুধ দেয় তার লাথি খাওয়া ভালো। যদিও এইবার কোন গোরুর কাছে যান দেখব।

এছাড়াও ইডি সিবিআই নিয়ে ববি হাকিমের মোদি-শাহ কে গুন্ডা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সুকান্ত বলেন, 'এখন হাকিম সাহেবের পার্টির মধ্যে অবস্থা খারাপ। ভাইপো তাঁকে পছন্দ করেন না। মনের দুঃখে সারাদিন থাকেন। তাই নাম্বার বাড়ানোর জন্য এখন ভুলভাল এরকম বলছে। যদি অমিত শাহের মোদি যদি সত্যিই গুন্ডামি শুরু করে না, ফিরহাদ হাকিম সাহেবের সমস্ত কিছু বেরিয়ে যাবে কী ভাবে মেয়েকে ডাক্তার বানিয়েছেন, কত টাকা দিয়ে ডাক্তার বানিয়েছেন, কোন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করেছিলেন, কোন কোটায় ভর্তি করেছিলেন আমরা এগুলো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে বলতে চাই না। তাই তাকে বলছি নিজের ঔকাতের মধ্যে থাকুন। ওনার দলের নেতা বলেছিলেন অতি বেশি বড় না ঝড়ে পড়ে যাবে জলে পড়ে গেলে মুশকিল কিন্তু তখ ন।'

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন 'দিদির বাড়ির পরিবারের লোকের ৩৫ খানা প্লট কালীঘাটে। কত টাকার মালিক হয় কত টাকা যোগ করলে এটা হয়। আমি এমনি এমনি খাই না পাইপ দিয়ে খাই,মুখে যেন দাগ না লাগে। তাই মুখে দাগ লাগছে না অন্য ছোট ছোট ডাইরেক্ট ক্লাসে খাচ্ছিল সে দাগ লেগে যাচ্ছে।'

সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহের ৩৪৪তম বই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদ্যাসাগর টাওয়ারের দে'জ পাবলিশিংয়ের নতুন বিপনি কাম প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশিত হল সিদ্ধার্থ সিংহের ৩৪৪ তম বই। এর আগে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ছড়া, শিশুতোষ গ্রন্থ এবং বিষয়ভিত্তিক ৩৪৩টি বই বের হলেও এই বইটি অনেকটাই আলাদা।

এ বছরের ১৩ জানুয়ারি একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়ে সিদ্ধার্থ সিংহ গিয়েছিলেন গঙ্গাসাগর মেলা কভার করতে। সেই মেলা থেকে প্রতিদিন তিনি যে লেখাগুলো পাঠাতেন সেগুলো ছাপা হতো সেই পত্রিকার প্রথম পাতায়। পত্রিকার ভাষায় অ্যাঙ্কার স্টোরি। ৫ দিন থাকলেও লিখেছিলেন ৭টি লেখা। যেদিন ফিরে এলেন সেদিন থেকেই আবার শুরু করলেন ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা নিয়ে অ্যাঙ্কার স্টোরি। প্রত্যেকটি লেখাই মেলা প্রাঙ্গণ থেকে এক্সক্লুসিভ বিষয় নিয়ে লিখলেও সেগুলো শুধু ওই দিনে পড়ার জন্যই খবরের কাগজের কপি হয়ে থাকেনি। লেখার গুণে এবং বিষয় নির্বাচনে হয়ে উঠেছে চিরকালীন। সেই লেখাগুলোকে নিয়েই গীবার্ণ প্রকাশনী এদিন প্রকাশ করল--- দৈনিকের পাতার গঙ্গাসাগর থেকে বইমেলা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দে'জ পাবলিশিংয়ের কর্ণধার সুধাংশু শেখর দে।

ব্যারাকপুরে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানে কারচুপির অভিযোগ

দেবাশিস দে

কলকাতা: ব্যারাকপুর লোকসভায় পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল। প্রশ্ন তুললেন ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তিনি অভিযোগ করেন, পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস এই লোকসভা নির্বাচনকেও প্রহসনে পরিণত করেছে। তার অভিযোগ অনুযায়ী, ব্যারাকপুর ট্রেজারি-২-এ পুলিশ কর্মীদের পোস্টাল ব্যালট ভোটের সময় তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়নের দ্বারা পুলিশ সদস্যদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল-পুলিশকর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে পক্ষে ভোট দিয়েছেন কিনা তা প্রমাণ করার জন্য তাদের ভোট দেওয়ার পরে ব্যালট পেপারের সম্পূর্ণ ছবি তুলে ইউনিয়নের কাছে পাঠাতে হবে।

ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং এর প্রশ্ন, এতে ভোটারের নিরপেক্ষতা কোথায় থাকলো? একজন ভোটারের ভোট দেওয়ার অধিকার গোপন থাকায় বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে সেই গোপনীয়তা থাকছে না। তাঁর প্রশ্ন, একজন ভোটার ভোট দেওয়ার সময় তার মোবাইল ফোন কেন তার সঙ্গে থাকবে ? এই মোবাইল ফোন রাখার ব্যবস্থা কে করেছিলেন সে নিয়ে তিনি সামাজিক মাধ্যমে সরব হন। অভিযোগ, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার নিরপেক্ষতার বদলে দলীয় নেতৃত্বের মতো আচরণ করছেন। এটা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে, ভোট কেন্দ্রে সিসিটিভির ক্যামেরা বসানোর পর পোস্টাল ব্যালটে পুনরায় ভোট গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার জন্য ইলেকশন কমিশনকে তিনি অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে আগামী ২০ মে পঞ্চম দফায় ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার কথা। তার আগেই ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ রীতিমতো এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। এলাকার বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, ভোটে হেরে যাওয়ার ভয়ে তৃণমূল কংগ্রেস যত রকম জাল জোচ্চুরি করা যায় তার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী অর্জুন সিং বিপুল ভোটে পুনরায় নির্বাচিত হবেন বলে তাঁরা দাবি করেন।

অন্য দিকে, ব্যারাকপুর কমিশনারেটের সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে কোন ভোটার পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোটদান কেন্দ্রে ঢুকলে তার সঙ্গে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৯ মে ২০২৪ ৫ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ রবিবার

ভোটের দিন অশান্তি করলে তার জবাবও পেয়ে যাবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার রাজ্যে পঞ্চম দফার নির্বাচন। ভোট ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রেও। প্রচারের শেষ বেলায় শনিবার টিটাগড়ে ভোট প্রচারে এসে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, 'ভোটের দিন যারা অশান্তি করবে, তারা জবাবও পেয়ে যাবে।'

এদিন তিনি টিটাগড় পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রপল্লীর মুখ থেকে প্রচার শুরু করেন। নতুন পল্লি হয়ে ১৮ ও ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তিনি পরিক্রমা করেন। জেতার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। বিজেপি প্রার্থীর কথায়, 'আগে বলেছিলাম জেতার ব্যাপারে দু'শো শতাংশ আশাবাদী। এখন বলছি দুই হাজার শতাংশ নিশ্চিত।' প্রসঙ্গত, সন্দেশখালি কাণ্ডে ফের মুখ পুড়েছে

রাজ্য সরকারের। শুক্রবার জামিন মিলেছে সন্দেশখালি কাণ্ডে ধৃত বিজেপি নেত্রী পিয়ালি দাস ওরফে মাম্পির। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকারের পার্মানেন্ট মুখ পুড়ে গিয়েছে। মুখ পুড়তে পুড়তে কালো হয়ে গিয়েছে।'। এদিন ভাটপাড়া বিধানসভা এলাকাও ভোট প্রচার করেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিং। এদিন গোলঘর ১ নম্বর কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। হাসপাতাল ২ নম্বর গেট, ময়লা ডিপো হয়ে প্রচার সাধু মাঠিয়া গিয়ে শেষ হয়। প্রচারে বেরিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'বাংলা থেকে দুর্নীতি দূর করতে গেলে বিজেপিকে আনতে হবে।' শুক্রবার জগদ্দল বিধানসভার পানপুরে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসে লক্ষাধিক ভোটে জেতার কথা বলেছেন শতাধী রায়। এপ্রসঙ্গে অর্জুন সিংয়ের কটাক্ষ, 'আগে বীরভূম থেকে উনি জিতে দেখান। তারপর উনি পার্থর কথা ভাববেন।'

সিকিমে বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনা, মৃত্যু কলকাতার এক বাসিন্দার, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিকিমে দুর্ঘটনার মুখে পড়ল পর্যটকদের গাড়ি। পাহাড়ি পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রানিখোলা নদীতে গাড়ি পড়ে মৃত্যু হল চালক-সহ দু'জনের। যার মধ্যে রয়েছেন কলকাতার এক বাসিন্দা। নাম রবীন্দ্রনাথ পাল।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে সিকিমের সিংটামের কাছে। কলকাতার পাঁচ জন পর্যটকের একটি পরিবার নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। যাওয়ার পথে সাংখোলার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা রানিখেলাতে (নদী) পড়ে পর্যটক-বোঝাই গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়ির চালক এবং ৭২ বছর বয়সি কলকাতার বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ পালের।

স্থানীয় এবং প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চার জন। এঁরা হলেন তাপস পাল (৩৩), কৃষ্ণা পাল (৩৬), মীরা পাল (৬০) এবং

একটি চার বছরের শিশু। আহতদের উদ্ধার করে পাঠানো হয় গ্যাংটকের সেন্ট্রাল রেফারেল হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের। একইসঙ্গে মৃত রবীন্দ্রনাথ পালের দেহ উদ্ধার করে সিংটাম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। তবে চালকের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকদের কাছে সিকিম সব সময়েই পছন্দের গন্তব্য, তাই সেখানে পর্যটকদের চাপও সবসময়ই বেশি থাকে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ জানার জন্য তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

সুদীপের বিরুদ্ধে 'প্রতিবাদী ফেসবুক পোস্ট' তৃণমূল কাউন্সিলর মোনালিসার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তাঁকে বাদ দিয়ে কাজকর্ম করা হচ্ছে বলে এর আগেও সরব হয়েছিলেন। প্রতিবাদে অনশন আন্দোলনও করেছিলেন। তবে কুণাল ঘোষের মধ্যস্থতায় 'তপ্ত' আবহ খানিক শান্ত হয়েছিল।

তবে পঞ্চম দফা ভোটের মুখে ফের একবার উত্তর কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠলেন দলেরই কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'প্রতিবাদী' ফেসবুক পোস্টে উগড়ে দিলেন ক্ষোভ। ঘটনার সূত্রপাত, সদ্য উত্তর কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচারের জন্য দু'টি প্রচার পুস্তিকা সামনে আনার পরই। এই দুই প্রচার পুস্তিকা নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেন মোনালিসা। লেখেন, 'উত্তর কলকাতার প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এতগুলো পাতায় এতগুলো ছবি। সেখানে আমাদের যুব সমাজের আইকন, ক্যাপ্টেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তত একটিও ছবি থাকলে ভালো হতো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ।'

তাঁর এই পোস্ট নিয়েই এখন রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোরদার চর্চা। প্রসঙ্গত, এই মোনালিসার সঙ্গে উত্তর কলকাতার বিদায়ী সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন্দল চলছিলই। কিছুদিন আগেই 'কাজ করতে পারছি না' বলে ধরনাতেও বসেছিলেন এই ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর। তাঁর নিশানায় ছিলেন দলেরই একাংশ। তাঁর অভিযোগ ছিল সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীরা তাঁর ওয়ার্ডে ঢুকে তাঁকে কাজে বাধা দিচ্ছেন।

প্রতিবাদে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী দপ্তরে ধরনা বসেছিলেন তিনি। ভোটবঙ্গে তা নিয়ে বিস্তর শোরগোলও শুরু হয়। এরপরই মোনালিসার মানভঞ্জন করতে মাঠে নামতে দেখা যায় কুণাল ঘোষকে। কুণালের মধ্যস্থতায় অনশনের রাস্তা থেকেও সরে আসেন। কুণাল ঘোষের হাত থেকে ওআরএস জল খেয়ে অনশন তোলেন 'বিদ্রোহী' তৃণমূল নেত্রী। যদিও সেই সময় মোনালিসার বক্তব্য ছিল, সব ইস্যু পুরোপুরি সমাধান হয়নি। কিন্তু, ভোটের মধ্যে ভোটারদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় সে কারণেই তিনি অনশন তুলেছেন। এবার ফের সেই মোনালিসা সুদীপের বিরুদ্ধে সুর চড়াতেই রীতিমতো অস্বস্তিতে শাসকদল।

বিশ্ব হাইপারটেনশন দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার বিশ্ব হাইপারটেনশন দিবস পালিত হল সিএমআরআই হাসপাতালে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ও আইএমএ বঙ্গ শাখার যৌথ উদ্যোগে এই বিশেষ দিনটিকে উদ্‌যাপন করা হয়। বিশিষ্ট কার্ডিয়োলজিস্ট চিকিৎসক এন কে দাস, প্রাক্তন আইএমএ-এর সভাপতি চিকিৎসক এম এ কাশেম মোল্লা, চিকিৎসক শাকিল আক্তার, প্রাক্তন সাংসদ চিকিৎসক শান্তনু সেন, চিকিৎসক রাজা ধর, চিকিৎসক তারক চট্টোপাধ্যায়, চিকিৎসক গৌরবদীপ ভট্টাচার্য, চিকিৎসক চন্দন ঘোষ সহ এদিন ৫০ জন বিশিষ্ট চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। হাইপারটেনশন নিয়ে উপস্থিত বিশিষ্ট চিকিৎসকরা তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

ভোটের মুখে উত্তর কলকাতায় তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে শতাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে উত্তর কলকাতা তৃণমূলে বড় ভাঙন। তৃণমূল ছেড়ে দুই শতাধিক কর্মী যোগ দিলেন কংগ্রেসে। আগামী ১ জুন উত্তর কলকাতা কেন্দ্রে রয়েছে ভোট। তার আগে ভাঙনের এই ছবিতে স্পষ্ট গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ঘটনা।

সূত্রে খবর, উত্তর কলকাতার ৬২ নম্বর ওয়ার্ডে শুক্রবার কংগ্রেসে যোগ দেন ওই কর্মীরা। ওই কেন্দ্র থেকে এবার তৃণমূলের টিকিটে ভোটে লড়ছেন বিদায়ী সাংসদ তথা বর্ষীয়ান রাজনীতিক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির প্রার্থী সদ্য তৃণমূল ছেড়ে আসা তাপস রায়। আর রয়েছেন জোট প্রার্থী কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। হেভিওয়েট এই কেন্দ্রে তৃণমূলের এই ভাঙন দলের পক্ষে বড় অস্বস্তির কারণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দলবদল করা কর্মীর সংখ্যা ২০০ হলেও সময় ও পরিস্থিতির বিচারে এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, যাঁরা দলবদল করেছেন, তাঁরা মূলত সংখ্যালঘু। আর দলবদলের এই ঘটনায় এ প্রশ্নও

দলবদল করা কর্মীর সংখ্যা ২০০ হলেও সময় ও পরিস্থিতির বিচারে এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, যাঁরা দলবদল করেছেন, তাঁরা মূলত সংখ্যালঘু।

উঠছে, সংখ্যালঘু মানুষের মনে কংগ্রেস বা অন্যান্য দলের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে কি না। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, এটি সম্পূর্ণ ভাবেই কি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা? তবে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশের ধারণা, এটা উত্তর কলকাতার শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিণতি।

এদিকে আগামী ২৭ মে বেলেঘাটা থেকে উত্তর কলকাতার তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে পদযাত্রা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে শুক্রবারের ঘটনার এই ছবি নিঃসন্দেহে শাসক দলের পক্ষে অস্বস্তির।

ক্যান্সার আক্রান্ত সিপিএম কর্মীকে মারধর! পাটুলি থানা ঘেরাও সৃজনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাটুলিতে ক্যানসার আক্রান্ত সিপিএম কর্মীকে মারধরের অভিযোগ। আর এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে। ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার পাটুলি থানা ঘেরাও করল সিপিএম। ঘেরাও কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় এই পাটুলি থানার অন্তর্গত ১১০ নম্বর ওয়ার্ডে একটি পথ সভা চলছিল। অভিযোগ, সুজয় মিত্র নামে এক তৃণমূল কর্মী সেই সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। তার প্রতিবাদ করেন সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা। উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ, সভা শেষে ফের সিপিএম কর্মী অভীক চৌধুরীর সঙ্গে সুজয় মিত্রের বচসা বাধে। অভিযোগ, তখনই ক্যানসার আক্রান্ত অভীক চৌধুরীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। লাগাতার হেনস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে চলে হুমকি, ভয় দেখানোর পালা। তারই প্রতিবাদে সরব সিপিএম। শনিবার সকালে পথে নেমে আন্দোলনে শামিল কর্মী-সমর্থকরা। পথ অবরোধও করেন তাঁরা। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবিতে পাটুলি থানা ঘেরাও করেন সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। সৃজন সহ চার বাম নেতা পাটুলি থানায় ঘটনার প্রতিবাদে ডেপুটেশনও দেন।

সৃজন ভট্টাচার্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। বলেন, 'চূড়ান্ত অমানবিক। ভয়ে তৃণমূলের হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপছে। তা না গসে কেউ ক্যানসার আক্রান্তকে মারধর করে? এই ঘটনায় আমরাই সুবিধা পাব। ভোট বাড়বে আমাদের।' একইসঙ্গে এও জানান, নির্বাচন কমিশনকে কাউকে কারও প্রতি দয়া দেখাতে বলছি না। আমাদের হয়েও কারও কিছু করতে হবে না। নিরপেক্ষভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন। মানুষ তার ভোট নিজে দিক। তারপরে দেখা যাবে। সেই জায়গা থেকে কেউ নড়াচড়া করে তাহলে প্রতিরোধ হবে। এটা যাদবপুর। মাথায় রাখতে হবে। যাদবপুর তার নিজের মেজাজে জবাব দেবে।'

যদিও ক্যানসার আক্রান্ত মারধরের ঘটনা অস্বীকার করেছে শাসক শিবির। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ভোটের জন্য সিপিএমকে মারধরের কোনও প্রয়োজন নেই। খ বরে থাকার জন্য সিপিএম এসব করছে বলেই দাবি তৃণমূলের।

রোজভ্যালি মামলায় দেবের নাম সিবিআই-এর চার্জশিটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রোজভ্যালি মামলায় তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। ইতিমধ্যে এই মামলায় চার্জশিটও পেশ করছে গোয়েন্দা সংস্থা। সেই চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসাবে প্রথমেই নাম উঠে এসেছিল প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের কন্যা শ্রেয়া পাণ্ডের। সিবিআই সূত্রে খবর, রোজভ্যালির ফাইনাল চার্জশিটে নাম উল্লেখ রয়েছে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী ওরফে দেবেরও। কারণ, রোজভ্যালির একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে দেব জানিয়েছেন, একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সঙ্গে এও জানান, অভিনেতা হিসাবে পারফর্ম করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি এও মনে করিয়ে দেন, 'ওইখানে আমি তো আমি একা ছিলাম না। আর এই নিয়ে আমার কাছে কোনও নোটিস আসেনি। অনেকেই ছিলেন সেই সময়। আর এই ঘটনা আজকের নয়। অনেকদিন আগের। ওই ইভেন্টে আরও অনেক

অভিনেতা ও অভিনেত্রী পারফর্ম করেছিলেন।'

প্রসঙ্গত, এর আগে আর্থিক তছরুপ সংক্রান্ত এক মামলায় দেব দিল্লির ইডি অফিসে হাজিরা দিয়েছিলেন। হাজিরার পর বিদায়ী তৃণমূল সাংসদকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'যে চুরি করে সে তো নিজে জানে চুরি করেছে। আমি কারোর এক টাকাও নিইনি। আমার ওই ভয় নেই।' এর পাশাপাশি গরু পাচার মামলাতেও নাম উঠে এসেছিল দেবের। ২০২২ সালে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন দেব। উঠে এসেছিল দেব এনামুল যোগ।

বস্তুত, ওড়িশার ভুবনেশ্বর আদালতে রোজভ্যালি মামলার যে চার্জশিট সিবিআই জমা দিয়েছিল সেই চার্জশিটে অভিযুক্তদের মধ্যে এক নম্বরে নাম রয়েছে শ্রেয়া পাণ্ডের। চার্জশিটে সিবিআই উল্লেখ করেছে, রোজভ্যালি থেকে সরাসরি শ্রেয়ার দু'টি সংস্থায় টাকা ঢুকেছে। এমনকী মন্ত্রী কন্যা ও তাঁর টিম যখন চিন সফরে গিয়েছিলেন সেই সময়ও তাঁদের খরচ অনেকাংশে বহন করেছিল রোজভ্যালি।

ভুয়ো সার্টিফিকেট নিয়ে শিক্ষকতার অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভুয়ো সার্টিফিকেট নিয়ে শিক্ষকতার করার অভিযোগ উঠল বাগুইআটির অশ্বিনীনগরের জে এন মণ্ডল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ স্কুলেরই সহকারী শিক্ষকের। এদিকে প্রধান শিক্ষকের দাবি, পুরনো ক্ষোভ থেকেই সহকারী শিক্ষক এসব করাচ্ছেন।

২০২১ সালে বাগুইআটি জে এন মণ্ডল স্কুলের সহকারী শিক্ষক চন্দ্রশেখর বিশ্বাস অভিযোগ এনেছিলেন, প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য ভুয়ো সার্টিফিকেট নিয়ে শিক্ষকতা করছেন। সেই সময় এই ঘটনার জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। তবে আদালতে ২০২২ সালে প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রজিৎবাবু মামলায় জিতে যান। এপর এই চন্দ্রশেখরেরই স্ত্রী গত বছর জুলাই মাসে একই অভিযোগ আনেন। সেই অভিযোগ মতো গত বছর জুলাই মাসে ডিআই নতুন করে তদন্তের জন্য ইন্দ্রজিৎবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনিও ডিআই অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেন। ওই মহিলার অভিযোগকে কেন্দ্র করেই নিয়েই আবার নতুন করে জলঘোলা শুরু হয়।

এই প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রজিৎবাবু জানান, এর আগে সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন হেনস্তার অভিযোগ রয়েছে। সে সময় অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। প্রধান শিক্ষক তৎকালীন পরিচালন কমিটি ও ডিআইকেও সমগ্র ঘটনাটি জানান। সেই কারণেই এই সব ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে মনে করছেন ইন্দ্রজিৎবাবু। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের অন্য আর এক শিক্ষক মনোজকুমার বিশ্বাস জানান, 'প্রধান শিক্ষকের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন মহলে তদন্ত চলছে। তবে চন্দ্রশেখর রবাবুর বিরুদ্ধে এর আগে, ছাত্রীদের হেনস্তার অভিযোগ ছিল। স্কুলের অভিভাবকেরা সেই অভিযোগ প্রধান শিক্ষককে জানিয়েছিলেন।'

রবিবার থেকে বদলাবে আবহাওয়া, রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের রাজ্যে বাড়ছে গরম। এর মধ্যে আশার খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রবি থেকে বুধবার রাজ্যে রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, এই মাসের শেষের দিকেই একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের খবর, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ থেকে গভীর নিম্নচাপ হয়ে যদি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় সেক্ষেত্রে তার মুখ হতে চলেছে উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিক। আর এর জেরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গতি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনুমান করছেন আবহবিদরা। আন্দামান সাগর সংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত থেকে নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে ২০ মে-র পর। এই নিম্নচাপ

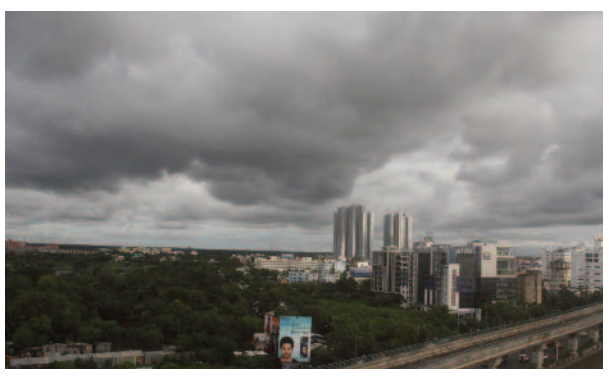

ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৫০ শতাংশ। আর যদি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় তার নাম হবে 'রিমাল'। নামটি ওমানের দেওয়া।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, রবিবার থেকে বঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা। তার আগে শনিবার অনুভূত হবে অস্বস্তিকর গরম। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান-এই চার জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। অন্যান্য জেলায় গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে।

তবে রবিবার থেকেই হাওয়া বদলের পূর্বাভাস রয়েছে। বীরভূম, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। থাকবে বজ্রপাতের সতর্কতা। সোম ও মঙ্গলবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। একইসঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এছাড়াও বজ্রপাতের সতর্কতা থাকছে। বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে।

এদিকে শহর কলকাতার তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি এবং শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৮৮ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৪৩ শতাংশ।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে গরম বাড়বে। মালদা উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে শনিবার তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকতে পারে। সোমবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কোচবিহারে।

যোগ্যতা প্রমাণে সব নথি জমা দিতে হবে সমস্ত শিক্ষককেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক বড় নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষক বাছতে একটা প্যানেল পর্যন্ত বাতিল করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এবার বাংলার সব শিক্ষককে দিতে নথি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে তাঁরা যোগ্য। এমনই নির্দেশিকা দেওয়া হল শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে। হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় দেওয়া নির্দেশের ভিত্তিতেই এই নির্দেশিকা দিয়েছে রাজ্য। এ ক্ষেত্রে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষককে জমা দিতে হবে নথি।

একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, কীভাবে, কোথায় নথি জমা দিতে হবে, তা নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের তরফে। এই নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭ মে। তার মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় হার্ড কপি জমা দিতে হবে। এই নির্দেশিকায় প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা মহলে। অবসরের ঠিক আগে এমন নির্দেশ পেয়ে হতাশ সিনিয়র শিক্ষকরা। ৩০-৩৫ বছর আগে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন, সেই শিক্ষকদের তথ্য কেন দিতে হবে সেই প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে।

শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শিক্ষকদের জমা দিতে হবে এসএসসি-র শংসাপত্র, নিয়োগ পত্র, বর্তমান চাকরির প্রমাণ পত্র। এসএসসি-থেকে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক না হলে দিতে হবে অ্যাপ্রুভাল মেমো। প্রধান শিক্ষকদের মাধ্যমে ডিআই-দের কাছে প্রমাণের হার্ড কপি দিতে হবে। সব কাগজ খ তিয়ে দেখে ৭ জুনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবেন ডিআই-রা। এই নথি বা প্রমাণ দেওয়ার জন্য আইওএমএস নামে একটি পোর্টাল খোলা হয়েছে। সেখানে লগ ইন করতে হবে। এসএসসি ডেটা সাবমিশন মেনুতে গিয়ে তথ্য বা নথি জমা দিতে হবে।

শিক্ষা দপ্তরের এই নির্দেশিকায় বাম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য জানান, 'এই আমলের দুর্নীতিকে আড়াল করার জন্য এটা রাজ্য সরকারের একটা বাহানা। পুরো তদন্ত ঘেঁটে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।' এর পাশাপাশি শিক্ষক সংগঠনের নেতা স্বপন মণ্ডল বলেন, 'এই তথ্য যদি খ ুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে কী হবে।' প্রধান শিক্ষক যদি অবসর নিয়ে থাকেন, তাহলে পুরনো শিক্ষকদের নথি পেতে সমস্যা হতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

সম্পাদকীয়

সমাজ কখনই ঠিক করে দিতে পারে না যে পড়ুয়ারা কোনটা পারে আর কোনটা পারে না

বর্তমান বেশির ভাগ পরিবারই মধ্যবিত্ত, অণু পরিবার। পিতা, মাতা এবং তাঁদের একটিমাত্র আদরের সন্তান। পরিবারের কর্তা এবং কর্ত্রী উন্নয়নশীল অর্থনীতির অসম প্রতিযোগিতা সামলে পরিবারের দু'বেলার অন্ন সংস্থান করেন। তাঁরা ভাবতে থাকেন, ভাল পড়াশোনা করে ভাল চাকরি পেলে তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত থাকবে। তাঁরা আয়ের সিংহভাগ বিনিয়োগ করেন তাঁদের সন্তানের শিক্ষায়। নামী স্কুলে অ্যাডমিশন, প্রতিটি বিষয়ে আরও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখা হয়। শিশুটি বিকেলবেলা আর পার্কে খেলতে গেল না, পড়া শেষে তার হাতে গল্পের বই, কমিকসের বই তুলে দেওয়া হল না, আত্মীয়-প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা কমে এল। পরীক্ষায় সে ভাল ফলও করতে লাগল, তাকে নিয়ে তার অভিভাবকদের স্বপ্ন আরও বাড়তে থাকল। অভিভাবকরা ভাবতে শুরু করলেন, এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্রাত্যতাই হয়তো তাকে সফল হতে বাড়তি সাহায্য করছে। প্রথম সংঘাত বাধে বয়ঃসন্ধিতে। তখন শিশুর শারীরিক-মানসিক পরিবর্তন হয়। সে হয়তো ভালবাসে হিউম্যানিটিজ, গান গাইতে, ছবি আঁকতে, খেলাধুলা করতে। কিন্তু তার পরিবার তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বোঝা চাপিয়ে দিলেন ওই কিশোর বা কিশোরীর উপর। তাঁরা বোঝালেন বিজ্ঞান নিয়ে না পড়লে কোনও ভবিষ্যৎ নেই, এঞ্জিনিয়ারিং না পড়লে চাকরির সুযোগ নেই। তাঁরা তাঁদের সন্তানকে তাঁদের দেখা স্বপ্ন দেখতে বললেন, কিন্তু সন্তানের স্বপ্নের কথা জানতে চাইলেন না। তাঁরা ভুলে গেলেন, তাঁর সন্তানের 'ক্লাসে ফার্স্ট' সত্তার বাইরেও একটা সত্তা রয়েছে, যা হয়তো পাখির মতো স্বাধীন ভাবে আকাশ ছুঁতে চায়, তাকে বন্ধ করে রাখা হল 'সমাজ কী বলবে' নামক খাঁচার ভিতরে। সে হয়তো তার নিজের ইচ্ছাকে অনুসরণ করলে এক দিন শ্রেষ্ঠত্ব পেতেই পারত, মিথ্যা সামাজিক বেড়াজাল এবং চূড়ান্ত অজ্ঞতা তার ওড়ার স্বপ্নকে শেষ করে দিল। যে সেই খাঁচার পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারল সে পোষমানা পাখি হয়ে বেঁচে রইল, যে পারল না সে বেছে নিল আত্মহননের পথ। এই বছর কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মশতবার্ষিকী। যে 'অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল' তাকে আমরা 'রোদ্দুর' হতে দিলাম কই? এই পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কি? এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে পরিকাঠামোর সংস্কার অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সেই পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আমাদের মানসিক এবং সামাজিক পরিবর্তনটুকু তো আমরা চাইলে করতেই পারি। বিষয় নির্বাচন নির্ভর করুক স্রেফ পড়ুয়ার ইচ্ছার উপর। সমাজ কখনও ঠিক করে দিতে পারে না যে, সে কোনটা করতে পারে আর কোনটা পারে না। বাবা-মায়েদের বুঝতে হবে তাঁদের সন্তান, কেবল তার নিজের জীবনের সৈনিক। আত্মীয়- প্রতিবেশী- বন্ধুবান্ধবের থেকে সামাজিক ব্রাত্যতা কখনওই সাফল্যের সহায়ক নয়, বরং এর ফলে সে আরও অসামাজিক হয়ে পড়ে। নিজের মনের অনুভূতি ভাগ করতে না পারার ফলেই আসে মানসিক অবসাদ। তাই বাবা-মায়েদের হয়ে উঠতে হবে তাঁদের সন্তানের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

জন্মদিন

আজকের দিন

গিরিশ কারনাড

১৯০৮ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯১৩ *ভারতের ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডির জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট অভিনেতা গিরিশ কারনাডের জন্মদিন।*

ব্যাধি ও অসচেতন ভাবনা

গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়

গরম বাড়ছে লাগামহীন ভাবে। এই গরমে মানুষ যত অসহ্য হয়ে পড়েছে ততই বাড়ছে তাদের অসচেতন ভাবনাচিন্তা। এই অসচেতন ভাবনাচিন্তা সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। সকলকে ঠেলে দিচ্ছে আরও সমস্যা ও আরও অসচেতনতার দিকে।

এই তীব্র গরমেও বাড়ি কাছাকাছি থাকা জলাশয় ঘিরে বা রাস্তার ধারে থাকা ঝোপঝাড় ও আগাছা পুড়িয়ে ফেলতে দেখা যাচ্ছে। শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে ঝোপঝাড়ের ওপর ফেলে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুকনো পাতাও কাঠে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনে সেখানের সব কিছু পুড়ে শেষ হয়ে যায়। তবে এটা কোন ব্যাতিক্রমী ঘটনা নয়।

অসচেতন ভাবনা চিন্তা থেকে এভাবে ঝোপঝাড় পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে।

সারা রাজ্যে বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলায় এই অসচেতন ভাবনাচিন্তা পরিবেশ, উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্রের ওপর একটা বড় আঘাত হয়ে দাড়িয়েছে।

বেলা ১০ টার মধ্যেই প্রচন্ড রোদ ও গরম হাওয়ায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মাটি। এই দুই এর সঙ্গী হয়েছে দীর্ঘ দিন বৃষ্টি না হওয়া পরিস্থিতি। এই তিনের চাপে পড়ে ঝোপ ঝাড় ও আগাছা শুকিয়ে গেছে। তার ওপর সম্প্রতি ধান ও গম কাটার পর জমিতেই তার নাড়া পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে মাটি উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সাপ ও কেঁচো সহ মাটিতে বসবাস করা জীবের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তারা জমি ছেড়ে আশ্রয় নিচ্ছে জলাশয়ের ধারেপাশে। মানুষের এই অসচেতন ভাবনাচিন্তা জমির জীব ও উদ্ভিদ বৈচিত্রের ওপর বড় আঘাত হয়ে দাড়িয়েছে। আমরা উপলব্ধি করতেই পারছি না যে আমাদের এই অসচেতন ভাবনা মাটিতে থাকা জৈব পদার্থ বা সার পুড়িয়ে উর্বরতা নষ্ট করেছে। পরিবেশ দূষনও ঘটাচ্ছে।

অন্যদিকে প্রচন্ড রোদে ছোট মাঝারি জলাশয়গুলিও শূন্য হয়ে পড়েছে। যে অল্প সংখ্যক খাল, বিল ও পুকুরে সামান্য জল এখনও অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলিকে ঘিরেই বেড়ে চলছে অস্তিত্বের লড়াই ও অসচেতন ভাবনাচিন্তা। এই অসহ্য গরমেও এসব জলাশয় সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ অল্প হলেও জীব ও উদ্ভিদ বৈচিত্রের কাছে স্বস্তির। ছেলেমেয়েদের মাছেভাতে রাখা, গবাদিপশু ও চাষবাস এবং স্নান ও কাচাধোয়ার কাজে জলের প্রয়োজন মেটাতে বাড়ির কাছাকাছি পুকুর তৈরির একটা রেওয়াজ ছিল। এই সব পুকুরের জল ও ঠান্ডা স্বস্তির পরিবেশ পেয়ে সাপেরা সেখানে আশ্রয় নিচ্ছে। ব্যাঙসহ খাদ্য বস্তুও সাপেরা সেখানে পেয়ে যাচ্ছে।

এই দাবদাহে সাপেরা পড়েছে মহা বিপদে। জমির মাটি শুকিয়ে ফেটে গেছে। জল নেই। তাই তারা সেখানে থাকতে পারছে না। নিরাপদ আশ্রয়ে খোঁজে জলাশয়ের পাশে আসতে বাধ্য হচ্ছে। বনেও জল এবং নিরাপদ আশ্রয় তারা পাচ্ছে না। ঘন জঙ্গল আর নেই। শুকনো পাতা আর কাঠ সংগ্রহ এবং গরুছাগল চরানোর জন্য বনের মধ্যে চলাচল বেড়েছে।বনের শুকনো পাতায় আগুন ধরে যাচ্ছে বা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে বনের পরিবেশও এসময় সাপের বসবাসের উপযুক্ত নয়। তাই বন ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয় ও স্বস্তির খোঁজে জলাশয়ের কাছাকাছি তারা যেতে বাধ্য হচ্ছে।

সেখানে কোনভাবে তারা মানুষের চোখে পড়লেই বিপত্তি ঘটছে। সাপেদের শায়েস্তা করতে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ঝোপঝাড়। এতে আশ্রয় হারিয়ে আসা সাপেরা ফের আশ্রয় হারিয়ে উগ্র হয়ে পড়ছে। অনেক সাপ আগুনে পুড়ে বা লাঠি পেটা খেয়ে মারা যাচ্ছে। যে সব সাপ কোন রকমে মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে তারা বাঁচার তাগিদে ঢুকে পড়ছে বসবাসের ঘরে, গোয়াল ঘরে, খড় বা জ্বালানি কাঠের গাদায়। সেখানে মানুষের উপস্থিতি ঘটলেই বিপত্তি ঘটছে। আতঙ্কিত সাপ ছোবল মেরে বসছে।

মানুষের অসচেতন চিন্তাভাবনা এক্ষেত্রেও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সাপের দংশনে রোগী মৃত্যুর প্রধান দুটি কারনের অন্যতম হল এই অসচেতন চিন্তাভাবনা বা কুসংস্কার। এই কারনটি দূর করতে সরকার ও স্বেচ্ছাসেবীরা স্বেচ্ছাসেবীরা সচেতনা প্রসারের কাজ চালাচ্ছে। এনিয়ে এক সময় বিজ্ঞান মঞ্চ সক্রিয় ছিল। বেশ কয়েক বছর ধরে মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস নামে একটি সংস্থাকে এই সার্বিক বিষয় নিয়ে বিভিন্ন জেলায় সচেতনতা প্রচার চালাতে দেখা যাচ্ছে। সচেতনতা প্রসারে তার গান, নাচ ও নাটককে কাজে লাগাচ্ছে। এজন্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতার গ্রামে গ্রামে শিল্পীদের নিয়ে এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিবেলের আয়োজন করে চলেছে। এ প্রচারের বিশিষ্ট শিল্পী সংগীতা ধর বিশ্বাসের বক্তব্য, গ্রামবাসীদের ধারনা চন্দ্রবোড়া সাপের বংশ দ্রুত বাড়ছে। গ্রীষ্ম ও শীত সব সময় বোড়া সাপ অতি সক্রিয় থাকে। সেজন্য ঝোপঝাড় পুড়িয়ে ফেলাই দরকার। তাই তারা গ্রামীন শিল্পীদের দিয়েই সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে।

তবে সরকার ও স্বেচ্ছাসেবীরা সচেতনতা প্রচারের কাজ চালালে এখনও সাপে কামড়ালে অনেক ক্ষেত্রে গুনিন ও ওঝার ওপর ভরসা করা হয়।ঝাড়ফুঁকের পরেও শেষ পর্যন্ত যখন রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তখন অনেক দেরী হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর মৃত্যু হয়। অনেক সময় স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্নেক ভেনম বা সাপের কামড়ের ওষুধ এএসভি পাওয়া যায় না। সাপে কামড়ানোর পর নির্দিষ্ট সময়ে এএসভি দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় দূরবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। এক্ষেত্রেও অনেক দেরী হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অনেক সময় অঘটন ঘটে। এই অঘটন ও চিকিৎসার জন্য রোগীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে সমস্যা মনে করে এই অসচেতন ভাবনা মানুষ গুনিন ও ওঝা মুখি করে তোলে। গত ২০১১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সাপের কামড়কে নেগলেকটেড ডিজিজ বলে চিহ্নিত করেছে। সেই থেকে ১২ বছর পার হয়ে গেলেও তা অসচেতন বা অবহেলিত রয়ে গেছে।

গ্রামীণ বিশেষ করে কৃষিজীবি মানুষের পক্ষে সাপের কামড় আটকানো সহজ নয়। গ্রামীণ এলাকায় এটা ব্যাতিক্রমী ঘটনাও নয়। এই সমস্যা নিয়েই সহবস্থান করতে হবে। তাই সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা কমাতে বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবনাচিন্তার ঘটানো দরকার। অসচেতন ভাবনাচিন্তা সাপের কামড় আটকাতে মানুষকে ঝাপঝাড় আগাছা পুড়িয়ে ফেলতে উৎসাহিত করছে। ব্যাধি যখন অসচেতন ভাবনাচিন্তা তখন জোর দেওয়া দরকার সচেতনতা প্রসারে।

মৃণাল সেন শুধু বিশ্বসেরা চিত্র পরিচালক নন, তিনি একজন লেখক ও চিত্রনাট্যকার

রথীন কুমার চন্দ

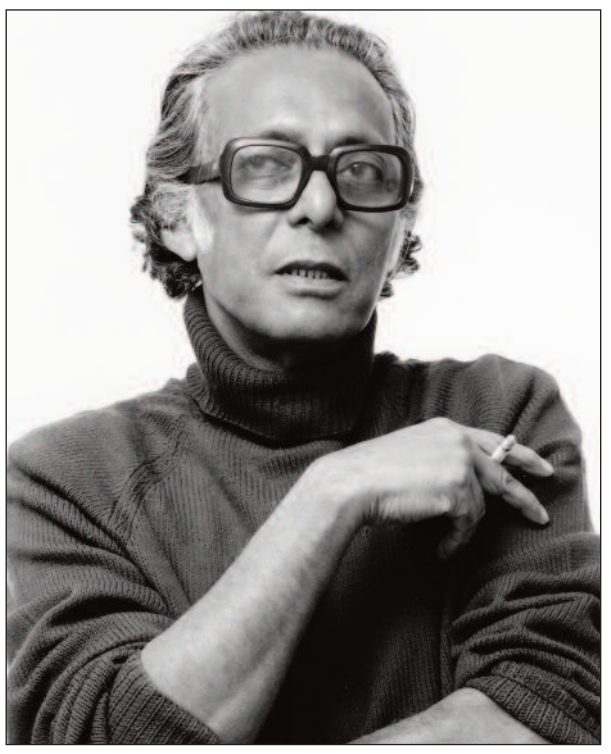

মৃণাল সেনকে আমরা চিনি প্রথিতযশা চিত্রপরিচালক হিসেবে। তার অন্য দুটি পরিচয় এক দিকে তিনি লেখক অন্যদিকে তিনি চিত্রনাট্যকার হিসেবে তার কর্মজীবন চার যুগের ওপর ছিল। ১৯৫৫ সাল থেকে তার চিত্র পরিচালনা লেখা এবং চিত্রনাট্যকারের পথচলা শুরু হয়।

৪৭ বছরের এই কর্মজীবনে তিনি এবং দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার লাভ করেছেন তার অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা তথা বিশ্বের চিত্র জগতে অবদানের জন্য। তার সমসাময়িক প্রথিতযশা চিত্র পরিচালক ছিলেন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ। তিনি ও সত্যজিৎ রায় বাংলা তথা বাঙালিকে বিশ্বের দরবারে একটা অন্য মাত্রায় পরিচিতি দিয়েছিলেন।

বিখ্যাত বিচিত্র পরিচালক মৃণাল সেন ১৪ই মে ১৯২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন তৎকালীন বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। তার প্রথম পরিচালনা ছিল 'রাতভর' ছবিটি মুক্তি পেলেও, তিনি সেভাবে খ্যাতি লাভ করতে পারেননি। এরপর তিনি কলকাতা ট্রিলজির ওপর 'ইন্টারভিউ', 'কলকাতা একাত্তর' এবং 'পদাতিক' এই তিনটি সিনেমার মাধ্যমে বিখ্যাত হন। সময়কার কলকাতার বিভীষিকাময় জীবনের প্রকৃত রূপ এই কলকাতা ট্রিলজির মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন।

মৃণাল সেন তার প্রথম জীবনে তিনটি পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। একদিকে তিনি সাংবাদিকতা করেছিলেন পরবর্তীতে ওষুধ ব্যবসায়ী এবং তার পরবর্তীতে তিনি শব্দ বা সাউন্ড টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করেছিলেন।

মৃণাল সেন তার চিত্র পরিচালনায় বাস্তবের কাহিনীগুলোকে চিত্রনাট্যে কিছু কাল্পনিক এবং বাস্তব রূপকে তুলে ধরেছিলেন 'আকালের সন্ধানে'। এটি ১৯৪০ এর দুর্ভিক্ষের ছবি সেলুলয়েডের পর্দায় চিত্রায়িত করেছিলেন। 'খারিজ' ছবিটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিল।

চৌদ্দটি জাতীয় পুরস্কার, চারটি আঞ্চলিক চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারে মৃণাল সেনের ছবিগুলি ভূষিত হয়েছে। এর মধ্যে 'আকালের সন্ধানে' 'ভুবন সোম', 'পরশুরাম' এই সিনেমাগুলি উল্লেখযোগ্য।

তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে ফ্রান্স ও রাশিয়া থেকে সেই দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৮২, ১৯৮৩ এবং ১৯৯৭ সালে কান, বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের জুরির সদস্য ছিলেন।

মৃণাল সেন তার ছায়াছবিতে কলকাতার জনজীবনকে চার চিত্রনাট্যের প্রেক্ষাপটে রেখেছেন। 'একদিন প্রতিদিন' সিনেমার তিনি জীবন যুদ্ধের যন্ত্রণাকে সামনে এনেছেন। তার সিনেমার চিত্রনাট্যে তার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ১৯৯৭ সালে এবং ২০০৩ সালে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন।

'পুনশ্চ' এবং 'মহাপৃথিবী' এই দু'টি সিনেমা তার কলকাতার জনজীবনকে ঘিরে ছিল। 'খান্ডার' এবং 'খারিজ' এই সিনেমা দুটির জন্য তিনি দু-দুবার আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এছাড়াও 'ভুবন সোম' এবং 'আকালের সন্ধানে' এই দুটি সিনেমার জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন।

তার সিনেমায় ছিল সংলাপের ছড়াছড়ি সমাজের অনেক কিছু বিষয় নিয়ে তার এই সিনেমা অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেছে কিন্তু তার এখনও পর্যন্ত উত্তর মেলেনি।

মৃণাল সেন তার সিনেমা শিল্পকে একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরি করেছিলেন যেখানে তিনি সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ এদের পাশাপাশি নিজের অবস্থানে একটা আলাদা মাত্রা তৈরি করতে পেরেছিলেন। সেই মাত্রা তিনি তার সিনেমা শিল্পে তার চিত্রনাট্য, তার ক্যামেরার পেছনে কর্মকুশলতা দিয়ে তার শৈল্পিক নিদর্শন তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৃণাল সেন তার সিনেমায় অসামান্য অবদানের জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধি লাভ করেছিলেন।

লাল সন্ত্রাস আর নীল-সাদা সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য কি?

সুবল সরদার

মহান ভারতের মহান জনগণ, মহান সংবিধান, মহান সুপ্রীম কোর্ট, মহান গণতন্ত্রের অষ্টাদশ নির্বাচনের এখন রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে মাঠে, ময়দানে গরমে, কালবৈশাখীর ঝড়ের মধ্যে। নির্বাচনে এখন শেষের পথে। তারপর দেখবো কে দিল্লির মসনদে বসে। জনগণ এখন শুধু ভোটার নয়, দায়িত্বশীল নাগরিক। তাই ভোটদানের মাধ্যমে সরকারের পালাবদল হয়। এক সরকার যায় আর এক সরকার আসে। বঙ্গে দীর্ঘ লাল সন্ত্রাসের পর এক নতুন নীল-সাদা সরকারের ভূমিষ্ঠ হয় আশা স্বপ্নের দোলা চেপে। কলকাতা লন্ডন হবে, প্যারিস হবে, অশ্ব ডিম্ব প্রসব করবে কত কী স্বপ্ন ছিল। শিল্প হবে, বেকাররা চাকরি পাবে তৃণমূল সরকারের সুপ্রীমো স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন। আমরাও স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। অচিরে ভুল ভাঙ্গে। হাট্টি মাটিম টিমের মতো তারা মাঠে ডিম পাড়ে। অসুন্দররা ফুলের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে, কবিতা লেখা 'ওপাং এপাং ঝপাং' সব এখন চিৎ পটাং। পাহাড়ের গোলাপের মতো সে এক মৃত্যু উপত্যকা সৃষ্টি করে।

কলকাতায় পা দিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলাম। তারপর শুনলাম কখন নাকি শান্তিনিকেতন থেকে নোবেল পুরস্কার চুরি হয়ে গেছে। এই সরকারের গায়ে হাজার ব্যাধিতে ভরা। নাটুকেপনা থেকে দেউলিয়াপনা করে তুলেছে বঙ্গকে। বঙ্গ রসাতলে যাচ্ছে। জলের (কুড়ি টাকা মদের পাউচে) ফোয়ারে রাজ্য ভাসছে। এখন সব চুরি গেছে চাকরি চুরি, বালি চুরি, কয়লা চুরি, গরু চুরি, টাকা চুরি। এখন কাটমানি কালচার চালু হয়েছে। ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস থেকে আরো ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের কবলে জনগণ। লাল সন্ত্রাস আর নীল সাদা সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য কি? সন্ত্রাসের কোন চরিত্র হয় না। তার একটাই চরিত্র শুধু সন্ত্রাস করা। জনগণ দিশেহারা। দেওয়ালে পিঠ গেলে তারা প্রতিবাদ, প্রতিরোধের জন্যে পথে নামে। মুখ খোলে। মাঠে ময়দানে নেমে লড়াই করে। এখন যেমন সন্দেশখালিতে মা-বোনদের প্রতিবাদের লড়াই দেখছি।

খেলা হবে দিয়ে এই সরকার শুরু হয় । এখন খেলা শেষ। পা হাত ভেঙ্গে ব্যান্ডেজ পরে কখনোবা সুপ্রীমোর মাথা ফেটে চৌচির হয়ে রক্ত ঝরতে দেখছি। খেলা জমে উঠেছে। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে হাজার দুর্নীতিতে সরকার জড়িয়ে পড়েছে। মন্ত্রীসভার আজ অনেকে জেলের ঘানি টানছে। সরকার জল ছাড়া মাছের মতো খাবি খাচ্ছে এই বুঝি প্রাণ যায়। যারা জনগণের টাকা আত্মসাৎ করে, জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে, যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয় তাদের একমাত্র স্থান জেলে।

দুর্নীতিগ্রস্থ নেতারা জেলে ঘানি টানে। তার মুক্তি খোঁজে হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রীম কোর্ট থেকে বেলে। তারা কখনো সততা প্রমাণ করতে চায় না। তাদের বিরুদ্ধে কোন কেসের নিষ্পত্তি হোক তারা কখনো চায় না। অবশ্য হাইকোর্ট থেকে সুপ্রীমকোর্ট কেসের নিষ্পত্তি কদাচিৎ হয়। এটা নাকি দীর্ঘমেয়াদি প্রসেস। তাই হার-জিৎ, জয় -পরাজয় জীবন দশায় কেউ দেখতে পায় না। মুক্তির মন্দির নাকি দীর্ঘমেয়াদি পথের দিশারী। সেই কারণে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মামলা সুপ্রীম কোর্টে দু বছর ধরে অপেক্ষা করছে বিচারের আশায়। সেখানে নাকি এই মামলার শুনানির সময় হচ্ছে না। অন্যদিকে নিয়োগ দুর্নীতি করতে যারা সুপার নিউমেরিক পোষ্ট তৈরি তারা সুপ্রীম কোর্ট থেকে রাতারাতি রক্ষা কবচ পেয়ে যায়। সিবিআই শিক্ষা দপ্তরের মাথাদের এবং মাথার মাথাদের ধরতে পারে না বা জেরা করতে পারবে না। দুর্নীতির তদন্ত করতে পরে না এমন আদেশ দেশের সর্বোচ্চ মহামান্য আদালত থেকে পাশ হচ্ছে। তার মানে যতো খুশি দুর্নীতি করো, কুছ পরোয়া নেহি কারণ মাথার উপর সুপ্রীম কোর্ট আছে। অন্যদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন সুপ্রীম কোর্টে জাস্টিস সঞ্জীব খান্না এবং জাস্টিস দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে কারণ তিনি নাকি এই লোকসভা নির্বাচনের স্টার ক্যাম্পেনার। সুপ্রীম যুক্তি মানতেই হয়। কোটি কোটি টাকার মদ কেলেঙ্কারি থেকে বিদেশি ফান্ড ঢোকে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, খালিস্তানির পৃষ্টপোষকতা থেকে দেশে বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি জড়িত। তারপরও তিনি অন্তর্বর্তীকালীন বেল পেলেন। অবশ্য তাঁর মন্ত্রীসভার দু'মন্ত্রী এখনো জেলে বন্দি। জনগণ ক্রমশঃ বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাচ্ছে। তারা এখন প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। The bail granted to Arvind Kejriwal is a glaring example of the biased and unjust decision made by the judiciary in the history of India. — 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বেল প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য বলেছেন সুপ্রীম কোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী হরিশ সালভে।

আজকের এরকম কঠোর পরিস্থিতিতে মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। সংবিধান মোতাবেক সুপ্রীম কোর্ট চলছে না। কখনো সুপ্রীম কোর্ট অধিক সক্রিয় কখনো নিষ্ক্রিয়। গণতন্ত্র বিপন্নতা বোধ করে। মনে হয় গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে কলকাতা এখন দিল্লির দিকে যাচ্ছে। দুর্নীতিগ্রস্থ নেতাদের সব মুক্তি আছে সেখানে মুক্তির মন্দিরে। যে নাটক দেখতে বাকি ছিল সেই নাটক দেখছি এখন আমরা। গণতন্ত্রের এ গরিমা নয়, গরল। গরমে গরমে নির্বাচন কাটবে। কিছু রক্ত ক্ষয় হবে। তারপর দেখবো শেষ হাসি কে হাসে? কে দিল্লির গদিতে বসে? কিছুদিন পর নাটকের পর্দা উন্মোচন হলে বোঝা যাবে। এখন আমরা সাসপেন্স নিয়ে অপেক্ষা করবো।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আজ পুরুলিয়ায় হাইভোল্টেজ প্রচার

একই দিনে প্রধানমন্ত্রীর সভা ও মুখ্যমন্ত্রীর রোড শো

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: লোকসভা নির্বাচনে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের নিজের নিজের দলের প্রার্থীর সমর্থনে আজ পুরুলিয়াতে সভা করতে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রোড শো করতে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। শেষ মুহূর্তের প্রচারে একই দিনে একই বিধানসভায় মাত্র ৮ কিলোমিটারের ব্যবধানে প্রধানমন্ত্রীর এবং মুখ্যমন্ত্রীর হাই ভোল্টেজ প্রচারকে কেন্দ্র করে সরগরম পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া বিধানসভার অন্তর্গত পুরুলিয়া শহর লাগোয়া গেঙ্গাড়া এলাকায় পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ জ্যোর্তিময় সিং মাহাতোর সমর্থনে সভা করবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে পুরুলিয়া শহরে তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতোর সমর্থনে রোড শো করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপির জেলা সভাপতি বিবেক রাঙ্গা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সভায় দেড় লক্ষ মানুষের সমাগমের লক্ষ্যমাত্রা আমরা নিয়েছি। দলের কর্মী সমর্থক ছাড়াও সাধারণ মানুষজনদের মধ্যেও সভাকে ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সভা নিয়ে তৃণমূল ভয় পেয়েছে। তাই একদিনেই মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৯ সালে মোদিজির সভায় উপচে পড়েছিল ভিড়। সেই সভার নিরিখে মুখ্যমন্ত্রীর সভা ফ্লপ হয়েছিল। পুরুলিয়া লোকসভা আসনটি যে বিজেপির দখলে যাচ্ছে সভার সমাগম দেখেই তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আর তাই হয়েছিল। ২০১৯ এ পুরুলিয়া লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীর জয় এসেছিল। এবারেও প্রধানমন্ত্রীর সভা হবে বলে আমরা আগে ঘোষণা করেছিলাম। পরে শুনলাম ওই দিনই মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়া শহরে পদযাত্রা করবেন। প্রধানমন্ত্রীর সভা হলে ফের মুখ্যমন্ত্রীর সভা ফ্লপ হতে পারে বলে এবার আর তিনি সভা না করে রোড শো করার কথা ঘোষণা করেছেন।

অন্যদিকে পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রার কর্মসূচি পূর্ব নির্ধারিত। তাঁর পাল্টা কটাক্ষ, একশো দিনের কাজ করেও শ্রমিকেরা টাকা পাননি। আবাস যোজনার প্রকল্পে উপভোক্তাদের টাকা আটকে রাখা হয়েছে। সেই সব কারণেই সভায় লোক হবে না বুঝে আগাম অজুহাত তৈরি করছে বিজেপি। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ড বিহার থেকে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলে লোক এনে সভা ভরানোর চেষ্টা শুরু করেছে বিজেপি।

জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, পুরুলিয়ায় সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর সভা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। পুরুলিয়ার সভা শেষ করে তিনি বিষ্ণুপুরের সভায় যোগ দেবেন। অন্যদিকে এদিন দুপুর ১টা নাগাদ পুরুলিয়া শহরে রোড শো করার কথা রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একই দিনে একই বিধানসভায় প্রধানমন্ত্রীর ও মুখ্যমন্ত্রীর সভা নিয়ে জেলা তৃণমূলের সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া বলেন, দুটি কর্মসূচির সময় আলাদা। নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়েই যে যার মতো করে প্রচার করতেই পারে। এতে বিজেপির হিংসা কথা উচিত নয়।

দলের হাইকমান্ডের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে নিজের অবস্থানে অনড় থাকলেন অধীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ফের দলের হাইকমান্ডের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে নিজের অবস্থানে অনড় থাকলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান থেকে এক চুলও নড়তে নারাজ বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। বললেন, যারা আমাকে আমার দলকে খতম করতে চাইছে তাদের আমি খাতির করব না। আমার এই লড়াই নৈতিকতার লড়াই। দলকে রক্ষা করার লড়াই। বেশ কিছুদিন থেকে মমতা ব্যানার্জি নিজের অবস্থান বদল করে বিভিন্ন সভা থেকে ইন্ডিয়া জোটকে বাইরে থেকে সমর্থন করার ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি এই রাজ্যের কংগ্রেস সিপিএমকে পাশেই রেখেছেন। বলেছেন বাংলায় কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপির সঙ্গে আছে তাই আমি তাদের সঙ্গে নেই। মমতা ব্যানার্জির নিশানায় যে অধীর চৌধুরী তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধীর চৌধুরীও তার পালটা বক্তব্যে বলেন, দিদি জল মেপে এখন ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে আসতে চাইছেন। তাহলে বেরিয়ে গেলেন কেন দিদি? মমতার সামনে এমনই প্রশ্ন রেখেছিলেন। মল্লিকার্জুন খাগড়া বলেছেন, মমতা ব্যানার্জি ভেতর থেকেই ইন্ডয়া জোটকে সমর্থন করতে চাইছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধীর চৌধুরী কেউ নয়। দলের হাইকমান্ড সিদ্ধান্ত নেবে। শনিবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রশ্ন করা হলে অধীর চৌধুরী বলেন, আমার বিরোধিতা নৈতিক বিরোধিতা। আমাকে কেউ খতম করবে আমি তাকে খাতির করব তা হয় না। এটা হতে পারে না। আমার বিরোধিতার মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই। আমার বিরোধিতা পশ্চিমবঙ্গে আমার পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখার বিরোধিতা। এই লড়াই আমি থামাতে পারি না। কারণ আমি দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। পাশাপাশি মমতা ব্যানার্জিকে মাওবাদী, সাম্প্রদায়িক বলেও বলেও কটাক্ষ করেছেন তিনি। বলেন, ছত্রধর মাহাতো তৃণমূলের লোক। তার পরিবার তৃণমূলের লোক সবাই জানে। কিষানজিকে যাদের দৌলতে মারা হয়েছিল তারাও তৃণমূলের লোক। বামেদের সঙ্গে যখন লড়াই হচ্ছিল তখনও মমতা ব্যানার্জি মাওবাদীদের সমর্থন করেছিল। রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য উনি মাওবাদী, সাম্প্রদায়িক হতে পারেন। উনার কোনও নীতি আদর্শ নেই।

অগ্নিমিত্রা এবং প্রণত টুডুর সমর্থনে শুভেন্দুর জনসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: লোকসভা নির্বাচনের ৬ষ্ঠ দফায় ভাগ্য নির্ধারণ হবে ঝাড়গ্রাম এবং মেদিনীপুর কেন্দ্রের দুই বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু এবং অগ্নিমিত্রা পলের। বিজেপির এই দুই প্রার্থীর সামনে কঠিন লড়াই। শনিবার বিকেলে তাদেরই সমর্থনে পিড়াকাটায় বিজয় সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শিক্ষা দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি ও চাকরি চুরি-সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হন তিনি। ঝাড়গ্রাম এবং মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে নির্বাচিত করে আরো একবার মোদি সরকার গড়ার আহ্বান জানান বিরোধী দলনেতা।

৯টি তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কালিয়াচকে পরিত্যক্ত শৌচাগারের ট্যাংক থেকে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। এই বিস্ফোরণের ঘটনার পর পুলিশ ওই এলাকা থেকে আরো নয়টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার মডেল এলাকায়।

শনিবার সকালে উদ্ধার বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে সিআইডি বম্ব স্কোয়াডের কর্তারা। এরপর গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে কালিয়াচক-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মডেল এলাকায় পরিত্যক্ত একটি শৌচাগারের ট্যাংকে জোরালো বোমা বিস্ফোরণ হয়। কেউ বা কারা ওই ট্যাংকে দুই জার বোমা মজুত করে রেখেছিল। তারমধ্যে একটি জারের বোমায় আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। যদিও এই বিস্ফোরণে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এই খবর পেয়ে শুক্রবার রাতেই কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়জাল রেজা এবং কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। সারারাত ওই এলাকা ঘিরে রাখে কালিয়াচক থানার পুলিশ। এরপর শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিআইডি বম্ব স্কোয়াড। বম স্কোয়াডের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থল থেকে এক জার ভর্তি বোমা উদ্ধার করেন। সেই জারে ছিল ৯টি বোমা। বোমাগুলি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় করে বম্ব স্কোয়াড।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TOT SOL EDUCATIONAL ACADEMY
Application are invited for the post of- Foundation, English, Bengali, History.
Qualification as per N.C.T.E norms.
Apply within 7 days with CV and All testimonial in PDF format at
totsoleducational academy@gmail.com

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF BASANT MARKETING LIMITED

Sl. No	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name of corporate debtor	**BASANT MARKETING LIMITED**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	06th May, 1982
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies , West Bengal
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U32106WB1982PLC034865
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Imax Lohia Square, Office No.4B, 4th Floor, Premises No. 23, Gangadhar Babu Lane, Kolkata-700012. West Bengal
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	14th May, 2024
7.	Liquidation commencement date of corporate debtor	14th May, 2024
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	Name: Anal Basu, Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742
9.	Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board	Address: 27, Haladhar Bardhan Lane, Kolkata-700012, West Bengal. **E-Mail ID: basu_anal@rediffmail.com**
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	Address: 27, Haladhar Bardhan Lane, Kolkata-700012, West Bengal. **E-Mail ID: basantmarketinglimited@gmail.com**
11.	Last date for submission of claims	13th June, 2024

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal Kolkata Bench has ordered the commencement of liquidation of the Basant Marketing Limited on **14th May, 2024**.
The stakeholders of Basant Marketing Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **13th June, 2024**, to the liquidator at the address mentioned against item No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

Anal Basu
Liquidator
Date : 19.05.2023
Place : Kolkata
Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742

বैंक ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৯.০১.২০২৪ তারিখে বন্ধকদাতা শ্রী কৈলাশ শাউ ঋণগ্রহীতা শ্রী সঞ্জয় শাউ** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩৬,৬১,১৯১.১৮ টাকা (ছত্রিশ লাখ একষট্টি হাজার একশ একানব্বই টাকা এবং আঠার পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **১৭ মে ২০২৪ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম) নিকট বকেয়া পরিমাণ **৩৬,৬১,১৯১.১৮ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল অংশ দলিল নং ১-৮২৭৪ তারিখ : ১৬.০৮.২০১১ জেলা - পশ্চিম বর্ধমান এডিএসআর কুলটি, থানা - কুলটি, মৌজা - ডুবরাদিহি, জেএল নং - ২, প্লট নং ১২৭, আরএস খতিয়ান নং ২০৬, এলআর খতিয়ান নং ৯০ এএমসি এরিয়া পরিমাপ ৫.০০ ডেসিমেল সমন্বিত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ১২৭ অংশ, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : হরি পদ মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সন্তোষ কুমার নোয়ারের জমি।

তারিখ- ১৭.০৫.২০২৪
স্থান- আসানসোল

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে যেখানে যেমন অছে, যেখানে যা আছে, এবং যেমন অবস্থায় ভিত্তিতে **২০.০৬.২০২৪** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১	**ক) মেসার্স গ্রিন গার্ডেন অ্যাগ্রো প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) শ্রী সইফুল মল্লিক (ডিরেক্টর, শেয়ারহোল্ডার, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা), শ্রী সাখে সিরাজ আলি (ডিরেক্টর, শেয়ারহোল্ডার এবং জামিনদাতা), শ্রী সুভাষ মজুমদার (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা) এবং শ্রীমতি জসমিন মল্লিক** **খ) ডি এইচ রোড ব্রাঞ্চ**	(১) মেসার্স গ্রীন গার্ডেন অ্যাগ্রো প্রা. লি. নামে সংস্থার রাইস মিল জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক ৫১ ডেসিমেল (কম বেশি) অবস্থিত মৌজা - ধানজিপুর, জেএল নং ২২, আরএস ও এলআর দাগ নং ২৬৬, ২৭৪, ২৭৫ এবং ২৭৬ এলআর খতিয়ান নং ১৪৪ এবং ১৪৬, থানা- দাদপুর, ব্লক পোলবা দাদপুর গোস্বামীর পরিধির মধ্যে অবস্থিত মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা- হুগলি, ৭১২৩০৫। ০৮.০৩.২০২১ তারিখের ২০২১ সালের দান দলিল নং-১-১৬৪৬-এর মাধ্যমে সম্পত্তিটি নিবন্ধিত হয়েছে। নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলিউম নং ০৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা নং ৬৫৪৪৫ থেকে ৬৫৪৭৭ পর্যন্ত ১৩.০৪.২০২১ তারিখে ডিএসআর-২ হুগলিতে নিবন্ধিত। সম্পত্তির তফসিল নিম্নরূপ (ক) আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৭৪-এ গঠিত প্রায় ১৩ ডেসিমেল পরিমাণ রাইস মিল জমির সমস্ত অংশ। দলিল অনুযায়ী সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে - দাগ নং ২৭৫ নং রাইস মিল, দক্ষিণে - দাগ নং ২৬১ নং রাইস মিল, পূর্বে - ১২ ফুট চওড়া মেটাল রোড। পশ্চিমে - দাগ নং ২৭৩ নং রাইস মিল। (খ) 'রাইস মিল' জমির সমস্ত অংশ আনুমানিক ১০ ডেসিমেল আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৭৫। দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি - উত্তরে - দাগ নং ২৭৭ রাইস মিল, দক্ষিণে - দাগ নং ২৭৪ রাইস মিল, পূর্বে - ১২ ফুট চওড়া মেটাল রোড, পশ্চিমে - দাগ নং ২৭৬ রাইস মিল। (গ) 'রাইস মিল' জমির সমস্ত অংশ ২০ ডেসিমেল পরিমাপের আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৭৬। দলিল অনুযায়ী সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে - দাগ নং ২৭৭ রাইস মিল, দক্ষিণে - দাগ নং ২৭৩ রাইস মিল, পূর্বে - দাগ নং ২৭৫ রাইস মিল, পশ্চিমে - দাগ নং ২৭১ ও ২৭২ রাইস মিল। (ঘ) 'রাইস মিল' জমির সমস্ত অংশ ০৮ ডেসিমেল অবস্থিত আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৬৬। দলিল অনুযায়ী সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে - দাগ নং ২৬৮ রাইস মিল, দক্ষিণে - অন্যান্যর জমি, পূর্বে - দাগ নং ২৭২ রাইস মিল, পশ্চিমে - অন্যান্যর জমি (২) রাইস মিলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক ১৬০ ডেসিমেল (কম বেশি) অবস্থিত মেসার্স গ্রীন গার্ডেন অ্যাগ্রো প্রা. লি. নামে অবস্থিত মৌজা- ধানজিপুর, জেএল নং ২২, আরএস ও এলআর দাগ নং ২৬৫, ২৭০, ২৭১, ২৭২ এবং ২৭৩ এলআর খতিয়ান নং ১৪৪ এবং ১৪৬, থানা-দাদপুর, ব্লক-পোলবা দাদপুর গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, জেলা- হুগলি, ৭১২৩০৫। ০৮.০৩.২০২১ তারিখের ২০২১ সালের দান দলিল নং-এল-১৬৪৫ এর মাধ্যমে সম্পত্তিটি নথিভুক্ত করা হয়েছে বুক নং ১, ভলিউম নং ০৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা নং ৬৫৪৭৮ থেকে ৬৫৫১২ পর্যন্ত ১৩.০৪.২০২১ তারিখে ডিএসআর ২, হুগলিতে নিবন্ধিত। সম্পত্তির তফশিল নিম্নরূপ (ক) 'রাইস মিল' জমির সমস্ত অংশ ২৭ ডেসিমেল মাপের আরএস এবং এলআর দাগ নম্বর ২৬৫। সম্পর্তিত্তর চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে - দাগ নং ২৬৮ ও ২৭২ রাইস মিল, দক্ষিণে - দাগ নং ২৬৪ রাইস মিল, পূর্বে - দাগ নং ২৬১ রাইস মিল, পশ্চিমে - অন্যদের জমি। (খ) আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৭০-এ গঠিত 'রাইস মিল' জমির সমস্ত অংশ আনুমানিক ৪৯ ডেসিমেল। দলিল অনুসারে সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে - দাগ নং ২৭৮ এবং ২৮০ রাইস মিল, দক্ষিণে - দাগ নং ২৬৮ রাইস মিল, পূর্বে - দাগ নং ২৭১ এবং ২৭২ রাইস মিল, পশ্চিমে - দাগ নং ২৬৯ রাইস মিল। (গ) আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৭১-এ গঠিত 'রাইস মিল' জমির সমস্ত অংশ প্রায় ১৫ ডেসিমেল। দলিল অনুযায়ী সীমা : উত্তরে : দাগ নং ২৮০ রাইস মিল, দক্ষিণে - দাগ নং ২৭০ রাইস মিল, পূর্বে - দাগ নং ২৭৬ এবং ২৭৭ রাইস মিল, পশ্চিমে : দাগ নং ২৭০ রাইস। (ঘ) আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৭২-এ গঠিত 'রাইস মিল' জমির সমস্ত অংশ প্রায় ৩২ ডেসিমেল। দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ২৭১ রাইস মিল, দক্ষিণে - দাগ নং ২৬৫ রাইস মিল, পূর্বে - দাগ নং ২৭৬ এবং ২৭৩ রাইস মিল, পশ্চিমে - দাগ নং ২৬৮ এবং ২৭০ রাইস মিল। (ঙ) 'রাইস মিল' জমির সমস্ত অংশ প্রায় ৩৭ ডেসিমেল আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৭৩ অধীন। দলিল অনুসারে সীমানা : উত্তরে : দাগ নং ২৭৬ রাইস মিল, দক্ষিণে - দাগ নং ২৬১ রাইস মিল, পূর্বে - দাগ নং ২৭৪ রাইস মিল, পশ্চিমে : দাগ নং ২৭২ রাইস মিল।	৪,৫৮,৫৭,৩৯৬.০০ টাকা (চার কোটি আটান্ন লাখ সাতান্ন হাজার তিনশ ছিয়ানব্বই টাকা) ৩০.১২.২০২৩ অনুযায়ী	ক) ৩,৬৬,২৭,৫৩১.০০ টাকা খ) ৩৬,৬২,৭৫৪.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50392147921 ঙ) নেই
		(৩) শ্রী সাইফুল মল্লিকের নামে একটি সম্পূর্ণ আবাসিক মার্বেল ফ্লোর ফ্ল্যাট নং ১০৫ (প্রভু কুঞ্জ) এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ২য় তলায় অবস্থিত ঢাকা এরিয়া ৮০৪.৮৪ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৬৬ বর্গফুট একত্রে অবিভক্ত। মৌজা- শ্রীরামপুর, জেএল নং ১৩, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১২৩, ওয়ার্ড নং ০৭, নেতাজি সুভাষ এভিনিউ শ্রীরামপুর পুরসভা অধীন থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, আরএস প্লট নং ২৭৬৮, ২৭৬৯ এবং ২৭৭০, খতিয়ান নং ৩৯৯৮, ৩৯৯৯ এবং ৪০০০ অধীন। ফ্ল্যাটের সীমানা : উত্তরে : দ্বিতীয় তলে খোলা জায়গা, দক্ষিণে : দ্বিতীয় তলে খোলা জায়গা, পূর্বে : দ্বিতীয় তলে সিঁড়ি ঘর, পশ্চিম : দ্বিতীয় তলে খোলা জায়গা। **দখলের ধরন : প্রতীকী**		ক) ২৬,৯৫,১৭৪.০০ টাকা খ) ২,৬৯,৫১৮.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50392147386 ঙ) নেই

সম্পত্তির অনুসন্ধান : রাইস মিল

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট :	ই-নিলাম ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in/	তথ্যাদি

সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	সম্পত্তির ভিডিও

সম্পত্তির অনুসন্ধান : ফ্ল্যাট

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট :	ই-নিলাম ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in/	তথ্যাদি

সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	সম্পত্তির ভিডিও

২	**ক) শেখ আলি আনসার (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ঠিকানা : গ্রাম-পো : হেলান, বাগনান, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১৩০৩।** **খ) বজ বজ শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৩ শতক এবং তদস্থিত নির্মাণ/ভবন অবস্থিত মৌজা : হালিয়ান, দাগ নং ৪০৮, সিএস খতিয়ান নং ৪৭৯, আরএস খতিয়ান নং ১৩৯৮, জেএল নং৯৬, থানা : বাগনান, জেলা হাওড়া। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শেখ নজরুল ইসলামের ভবন, দক্ষিণে : শেখ রফিকুল ইসলামের ভবন, পূর্বে : শেখ মুনসারুল হক দিন এর ভবন এবং কবর স্থান, পশ্চিমে : পুকুর। **দখলের ধরন : প্রতীকী।**	**৩,৯৬,৭৩৭.০০ টাকা (তিন লাখ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশ সাঁয়ত্রিশ টাকা)** ০৫.০৫.২০১৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১,৮৯,০০০.০০ টাকা খ) ১৮,৯০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB21216560417 ঙ) নেই
৩	**ক) দেবব্রত ভৌমিক (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ঠিকানা : উদয়ণপল্লি, মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৪০** **খ) চিংড়িপোতা শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন নির্মিত পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ২ কাঠা ৩ শতক অবস্থিত মৌজা : বাংলা গ্রাম, পরগনা : বালিয়া, জেএল নং ৪১, আরএস নং ৫৪, তৌজি নং ৩৪৩, খতিয়ান নং ১৪, এলআর খতিয়ান নং ১৭৪৯, ১৭৫০, ১৭৫১, নতুন খতিয়ান নং ৫৫৭১, আরএস দাগ নং ৭৬৭, এলআর দাগ নং ৬৮৮, হোল্ডিং নং সি২-২৮/৪৩৪, উদয়ণ পল্লি লেন, ওয়ার্ড নং ২৬, মহেশতলা পুরসভা, থানা : মহেশতলা, কলকাতা : ৭০০১৪০, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য বাংলা বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর ২, আলিপুর, এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০২-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৫০৫০১ থেকে ১৫০৫২৪, দলিল নং ১৬০২০৪৪১০-২০১৮, সম্পত্তি শ্রী দেবব্রত ভৌমিকের নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : গোপাল দাসের জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : ফণীভূষণ ভট্টাচার্যর জমি এবং ভবন, পূর্বে : গোপাল দাসের জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া উদয়ণ পল্লি রোড। **দখলের ধরন : প্রতীকী।**	**১৫,৪১,৫৭৩.০০ টাকা (পনের লাখ একচল্লিশ হাজার পাঁচশ তিয়াত্তর টাকা)** ১৫.০৯.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৫,৬৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫৬,৯০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB7359681571 ঙ) নেই

সম্পত্তির অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট :	ই-নিলাম ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in/	তথ্যাদি

সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	সম্পত্তির ভিডিও

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২০ জুন ২০২৪ (২০.০৬.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** যা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি এলটিডি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থায় অনলাইন ডাকে অংশগ্রহণের জন্য দেখুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** কল করুন এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্ক থেকে নম্বর পাওয়া যাবে। এমএসটিসি লি.-এর সহিত রেজিস্ট্রেশনের অবস্থান জানতে, ই-এমডি অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com** দেখুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ সহায়ক নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের সম্পত্তির বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করতে যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** প্রদত্ত এবং **www.mstcecommerce.com** দেখুন।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৯.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আদালতের নির্দেশে চাকরি যাওয়ায়

পানাগড় বাজার হিন্দি হাই স্কুলে একাদশে ভর্তি শুরু না হওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: অন্যান্য বিদ্যালয়ে ক্লাস ইলেভেনে ভর্তি হওয়ার জন্য ফর্ম বিতরণ শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত পানাগড় বাজার হিন্দি হাই স্কুলে ক্লাস ইলেভেনে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়নি বলে দাবি। যার কারণে হিন্দি ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করা ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়েছে। সৌজন্যে আদালতের নির্দেশ।

উল্লেখ্য, আদালতের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে ২৬ হাজার জনের। যার মধ্যে পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলেরও বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে ভবিষ্যৎ অন্ধকারের পথে ২০০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর। শনিবার দুপুরে ক্লাস ইলেভেনে ভর্তির প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করার দাবিতে পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলে ডেপুটেশন জমা দেন কংগ্রেস কর্মীরা। কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা জানিয়েছেন, মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়ে গেলেও পানাগড় বাজার হিন্দি হাই স্কুলে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী রয়েছে তারা এবং তাদের অভিভাবকরা কংগ্রেস কর্মীদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে যে, এখনও পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ক্লাস ইলেভেনে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এলাকায় একটি মাত্র হিন্দি মাধ্যম স্কুল রয়েছে, যার কারণে অন্যান্য জায়গায় গিয়ে তাদের হিন্দি ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করতে যথেষ্টই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। সেই অভিযোগ পাওয়ার পরই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ে কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। যদি দ্রুত ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু না হয় তবে আগামী মঙ্গলবার থেকে কংগ্রেস কর্মীরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

যদিও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, এই বিষয়ে বিদ্যালয়ে আগামী ২০ তারিখ একটি বৈঠক করা হবে। সেই বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হবে, সেই অনুযায়ী আগামী দিনে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে কিনা তা জানানো হবে। তবে এই মুহূর্তে বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অনেকটাই কম যার কারণে এ বছর ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হয়ে উঠছে না বলেই জানিয়েছেন শিক্ষকরা। কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পুরব বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, হিন্দি স্কুলের অধীনে থাকা কমিউনিটি হল ভাড়া দিয়ে ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুকুর থেকে মাছ বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হলেও প্যারা টিচার তুলে দিয়ে বর্তমানে কোনও রকম নোটিশ না দিয়েই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি উঠিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে হিন্দি হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ। এরই বিরুদ্ধে কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কংগ্রেস কর্মীরা।

কুয়োতে মোবিল, পুকুরে বিষ মেশানোর অভিযোগ গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: লোকসভা নির্বাচনের পরপরই এবার ভোট পরবর্তী হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ তুললেন জামুড়িয়ার বাহাদুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরাতন জামশোল এলাকার বেশ কিছু মানুষজন। গ্রামের সরকারি কুয়োয় গাড়ির পোড়া মোবিল ঢেলে, পানীয় জল নষ্ট করা, পিএইচই এর জল সরবরাহের কল ভেঙে দেওয়া, এলাকার বাসিন্দাদের বসে বৈঠক করা স্থানে পোড়া মোবিল ফেলে দেওয়া, এমনকি পুকুরের জলে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ, বেশ কিছু গ্রামবাসীর। তাঁরাই এদিন দাবি করেন, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা তাঁদের সকলের ব্যবহার করা সরকারি কুয়োয় এ ধরনের মোবিল ফেলে দেওয়ায়, এলাকায় তীব্র জলকষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই সকল কাজ, দুষ্কৃতকারীদের বলেই অভিযোগ তাঁদের।

উল্লেখ্য, নির্বাচনের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা জামুড়িয়ায় এই প্রথম নয়, এর আগেও পূর্বের পঞ্চায়েত নির্বাচনে, ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পর, সিপিএমের পরাজয়ের ঘটনা সামনে আসতেই জামুড়িয়ার মদনতোড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে, সে সময়ও বেশকিছু সিপিএম কর্মী সমর্থকদের ধানের পালয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, পুকুরের জল ব্যবহার করতে নিষেধ করা থেকে শুরু করে কলের জল ব্যবহার করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এবারও সেরকমই অভিযোগ তুলে পানীয় জল ব্যবহারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলল গ্রামবাসী।

শনিবার এ বিষয়ে জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়িতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ বিষয়ে জামুড়িয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা লোকসভা নির্বাচনের বাম মনোনীত প্রার্থী জাহানারা খান সরব হয়েছেন। তিনি এদিন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এই ঘটনা ঘটানোর সঙ্গে যুক্ত দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেছেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এটি রাজনৈতিক কোনও সমস্যা নয়, গ্রাম্য সমস্যা, এই সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

রাজনীতি! জল্পনা বিভিন্ন মহলে

প্রয়াত তৃণমূল কর্মীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার কাঁকসার বাবনাবেরা গ্রামে প্রয়াত তৃণমূল কর্মীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল কর্মীরা। এদিন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার ও যুব কর্মীরা প্রয়াত তৃণমূল কর্মীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার জানিয়েছেন, গত ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনেই কাঁকসা ব্লকের অমলাজোরা অঞ্চলের বাবনাবেরা গ্রামে পেশায় জনপ্রিয় গৃহশিক্ষক সান্টু গোপাল মণ্ডল তৃণমূলের প্রার্থী হন। সিপিএম পরাজয় হতে পারে বুঝতে পেরে পরিকল্পিত ভাবে খুন করে সান্টু গোপাল মণ্ডলকে। ওই বছর ১৬ মে রাতে নিজের ঘরে শুতে যাওয়ার পর ১৭ মে সকাল থেকেই সান্টু মণ্ডলকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আত্মীয়স্বজনরা তাকে চারিদিক খোঁজাখুঁজির পর ১৮ মে সকালে তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে পাথেনিয়াম গাছের জঙ্গলে তাঁর আলকাতরার মতো কালো হয়ে যাওয়া মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তঁর মা বাবাকে পুত্রহারা করে সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। অবিভক্ত বর্ধমান জেলার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম শহিদ হন সান্টু গোপাল মণ্ডল। প্রতি বছর এই দিনে তাঁর বাড়ি গিয়ে সান্টু গোপাল মণ্ডলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন তৃণমূল কর্মীরা।

আলুওয়ালিয়া প্রায় ৭০ হাজার ভোটে জিতবেন, পোস্ট জিতেন্দ্রর

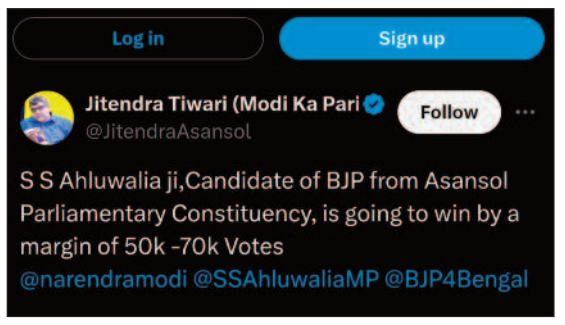

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছিল পবন সিংয়ের। কিন্তু রাত কাটতে না কাটতেই তিনি এই কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়বেন না বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। এরপর রাজনৈতিক মহলে চাপা গুঞ্জন শুরু হয় কে হবেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী। পরে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে বেশ কয়েকজনের নামের মধ্যে উঠে আসে আসানসোলের পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির নাম। কিন্তু অবশেষে এসএস আলুওয়ালিয়ার নাম ঘোষণা করে বিজেপি।

এই নাম ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক মহলে একটাই আলোচনার বিষয় ছিল প্রার্থী না হতে পারায় জিতেন্দ্র তিওয়ারি কি ভূমিকা নেবেন। কিন্তু সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে দেখা যায় বিজেপি প্রার্থী হিসেবে আলুওয়ালিয়াকে জেতাতে প্রচারে মুখ্য ভূমিকা নেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এবার আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র, বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন। তাতে তিনি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী এসএস আলুওয়ালিয়ার শুধু জয়ের দাবিই করেননি, দলের প্রার্থী কত ভোটে জয়ী হতে পারেন তার মার্জিনও বলে দিয়েছেন।

তিনি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, আসানসোল কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী এসএস আলুওয়ালিয়া ৫০ থেকে ৭০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতবেন। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা জোরদার হয়েছে। এই পোস্টে কেউ কেউ পক্ষে, আবার কেউ বিপক্ষ মতও দিচ্ছেন। উল্লেখ্য, প্রায় প্রত্যেক নির্বাচনে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও, এ বছর লোকসভা নির্বাচনে ছোটখাটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সেরকম কোনও ঘটনার অভিযোগ ওঠেনি কোনও রাজনৈতিক মহলের পক্ষ থেকে। ভোট পূর্ববর্তী কালে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রচারের পারদ চড়তে সেরকম দেখা যায়নি বলে অভিমত আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের ভোটারদের। ভোটারদের মতে, এইরকম শান্তিপূর্ণ নিঃশব্দ ভোট কোন দিকে যায় সেটাই লক্ষণীয়। এমতবস্থায় প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেদিকেই নজর রেখেছে শিল্পাঞ্চলবাসী ও রাজনৈতিক মহল। প্রসঙ্গত, আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা ২০২২ এর উপনির্বাচনে আসানসোল থেকে জিতেছেন। বিজেপি প্রার্থী এসএস আলুওয়ালিয়া বাংলার ভোট লড়াইয়ে ময়দানে তৃতীয়বার আসানসোল থেকে প্রার্থী হয়েছেন। এর আগে পরপর দু'বার তিনি দার্জিলিং ও বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে জেতেন ও সাংসদ হন। অন্যদিকে, সিপিএমের প্রার্থী জাহানারা খান এই প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে নেমেছেন।

ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ঢুকে স্ত্রীকে প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: স্ত্রীকে প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ঢুকে স্ত্রীকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। উত্তরপাড়া জেকে স্ট্রিটের একটি আবাসনে শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। খবর ছড়াতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়।

জানা গিয়েছে, গত জুলাই মাসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ওই দম্পতি। তরুণী মেকআপ আর্টিস্ট। স্বামী হিসাবরক্ষকের কাজ করেন। অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই স্ত্রীকে পণের জন্য চাপ দিতে শুরু করেন স্বামী। এরপরই উত্তরপাড়ায় মায়ের কাছে এসে থাকছিলেন। ওই তরুণীর এক বোনও আছে। অভিযোগ, শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও মাঝেমধ্যেই হানা দিতেন জামাই। সেখানেও স্ত্রীকে অত্যাচার করতেন। এ নিয়ে গত ১৪ এপ্রিল উত্তরপাড়া থানায় বধূ নির্যাতনের অভিযোগও দায়ের করেন তরুণী। এরই মধ্যে শুক্রবার রাতে উত্তরপাড়ার ফ্ল্যাটে এসে স্ত্রীর ওপর চড়াও হন বলে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। ঘরে ঢুকে ফল কাটার ছুরি দিয়ে স্ত্রীকে আঘাত করার চেষ্টা করেন। ঘাড়ে আঘাত লাগে তরুণীর। তবে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন চলে আসেন। উত্তরপাড়া থানায়ও খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে অভিযুক্তকে ধরে নিয়ে যায়। এলাকার বাসিন্দারা জানান, মাঝেমধ্যেই ওই যুবক এসে ঝামেলা করেন। স্ত্রীকে মারধর, কুকথা বলার পাশাপাশি এলাকার লোকেরা কিছু বললে তাঁদেরও গালিগালাজ করতে থাকেন বলে অভিযোগ। আক্রান্তের দাবি, এবার পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নিক।

শ্রীরামপুরে তৃণমূল প্রার্থীর জয়ের পথে কাঁটা বিজেপির চোরা স্রোত!

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: শ্রীরামপুর লোকসভা আসন নিয়ে কৌতূহল রাজ্যজুড়ে। শনিবার বিকেলে প্রচার শেষ হল। সোমবার নির্বাচন। শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রচুর খেটেছেন প্রচুর হোমওয়ার্ক করেছেন দাবি তৃণমূল কর্মীদের। তীব্র গরমে একটুও বিশ্রাম নেননি। বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বোস তিনিও প্রচারে খামতি রাখেননি। কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী দিপ্সিতা ধর বয়সে কনিষ্ঠ। তিনি প্রখর রোদে সবদিক ঘুরেছেন প্রচুর পরিশ্রম করেছেন বক্তব্য পার্টি কর্মীদের। বিরোধীদের দাবি, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুব একটা দেখা যায় না। তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'আমি করোনার সময় সবদিক চষে বেরিয়েছি সবার পাশেই ছিলাম। সিপিএম বিজেপিকে তো দেখাই যায়নি কোথায় ছিলেন তাঁরা। সাতটি বিধানসভা উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, চন্ডীতলা, জাঙ্গিপাড়া, ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর, শ্রীরামপুর লোকসভার অধীনে গত বিধানসভা নির্বাচনে এই সাতটি বিধানসভাতেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রচুর লিড নিয়ে জিতেছে।'

বিজেপি প্রার্থী তৃণমূল প্রার্থীর প্রাক্তন জামাই বলে জানা গেল। উত্তরপাড়া থেকে চাঁপদানি, গঙ্গা পাড়ের এই এলাকাগুলি শিল্পাঞ্চল বলে পরিচিত হিন্দমোটর কারখানা বন্ধ, বেশ কিছু কারখানা বন্ধ, কিছু জুটমিল আছে কখনও খোলে কখনও বন্ধ হয় এইসব কারখানার কর্মীদের কিছুটা ক্ষোভ আছে। তৃণমূলের বক্তব্য, সিপিএমের জমানায় এইসব কারখানা বন্ধ হয়েছিল হিন্দমোটর কারখানা সিপিএমের জমানাতেই একদম রুগ্ন হয়ে গিয়েছিল, আর জুটমিলে পাটের আমদানি নেই। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেইনি এইসব শিল্পাঞ্চলের আগে গুন্ডারাজ ছিল তোলাবাজি ছিল, খুন খারাপি ছিল, এখন সেসব একরকম বন্ধ জানালেন বেশ কিছু ভোটার।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'আমি জেতার পরে গুন্ডা মাস্তানি একদম বন্ধ করে দিয়েছি পুলিশ প্রশাসনকে কড়া স্টেপ নিতে বলেছি কমিশনারেট হওয়ার পরে এগুলো বন্ধ আছে অনেক উন্নয়ন করেছি। মেগা জল প্রকল্প হয়েছে রাস্তাঘাট আলো।' বিরোধীদের বক্তব্য, 'নেতাদের তোলাবাজি প্রচুর অবৈধ নির্মাণ গাছকাটা পুকুর বোঝানো আমরা জিতলে এসব বন্ধ করে দেব।' বেশ কিছু মহিলার বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের লক্ষীর ভান্ডার দিয়েছে, এবার ডবল করেছে অনেক প্রকল্প উনি করেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।'

কিন্তু এবার মনে হচ্ছে লড়াই জমে উঠেছে। বিজেপির চোরা স্রোত আছে সিপিএম এবার লড়াই দেবে অনেকের বক্তব্য, না আসলে বিশ্বাস নেই। এবার আইএসএফ মুসলিম ভোট কিছু কাটবে। অনেকেরই ধারণা তবে বিজেপি প্রার্থী ও সিপিএম প্রার্থীর বক্তব্য, 'আমরা জিতব।' তৃণমূল কংগ্রেসের হুগলি জেলার প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ যাদবের বক্তব্য, 'আমরা এবার ১০০ শতাংশ জিতব।'

ভারী যান চলা বন্ধ ও বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে অবরোধ বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মেরামত হয় না রাস্তা, তার ওপর নিত্যদিন ভারী যানবাহন চলাচলের ফলে পানাগড়ের রণডিহা মোড় থেকে রেল কলোনির রেল গেট পর্যন্ত পথ মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে বলে দাবি। ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ ও বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে শনিবার বিকেলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিত্যদিন দিনের বেলায় ওই রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন জেলা থেকে লরি ঢোকে কাঁকসার সিলামপুরে বালিঘাট থেকে বালি নিতে। রাতে বালিবোঝাই করে ওই রাস্তা দিয়েই বের হয়। একদিকে সারাদিন ধরে যেমন যানজটে নাজেহাল হন এলাকার মানুষ, অন্যদিকে ভারী যান চলাচলে বেহাল হয়ে পড়েছে রাস্তা। নিত্যদিন সাইকেল ও মোটরসাইকেল আরোহীরা দুর্ঘটনার স্বীকার হচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয় না। তাই যতক্ষণ না রাস্তা মেরামত হচ্ছে ততক্ষণ ওই রাস্তায় কোনও গাড়ি প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয় কাঁকসার সিলামপুর বালিঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া সমস্ত যানবাহনের চলাচল। ফলে পানাগড় বাজারের রণডিহা মোড় থেকে পানাগড় বাইপাস পর্যন্ত পুরাতন জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে শতাধিক বালির লরি। স্থানীয়দের আন্দোলনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দেয়। তবে এই বিষয়ে আলোচনার পর দাবিপূরণ হলে তবেই যানবাহন চলাচল হবে। না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্পিড ব্রেকারের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: স্পিড ব্রেকারের দাবিতে পথ অবরোধ মেমারির দেবীপুরে।

শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির দেবীপুরের কালিতলা এলাকায় একটি পথ দুর্ঘটনা ঘটে। সেই পথ দুর্ঘটনায় একটি শিশু আহত হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, দেবীপুর বুলবুলিতলা রাস্তার ওপর কোনও স্পিড ব্রেকার নেই এবং দেবীপুর কালিতলা এলাকায় বেশ কয়েকটি পাবলিক স্কুলও রয়েছে। স্পিড ব্রেকার না থাকার কারণে রাস্তার ওপর দিয়ে দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচল করে। এই কালিতলা এলাকায় যদি স্পিড ব্রেকার থাকত তা হলে ঘন ঘন দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হত।

এই বিষয়ে শনিবার সকাল থেকেই দেবীপুর কালিতলায় স্পিড বেকারের দাবিতে রাস্তায় বসে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় মেমারি থানার পুলিশ। এদিন অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ আধিকারিকরা। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বললেও অবরোধ ওঠাতে নারাজ হন স্থানীয়রা।

অবরোধকারীরা ঘটনাস্থলে বিডিওকে এসে আশ্বাস দেওয়ার দাবি জানান। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের জেরে রাস্তার দু'পাশে আটকে পড়ে বহু পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী যানবাহন। অবরোধে আটকে পড়া অ্যাম্বুল্যান্স, দুধের গাড়ি সহ বেশ কিছু জরুরি পরিষেবার গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রায় দু'ঘণ্টার ওপর অবরোধ চলার পর অবশেষে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ এবং মেমারি ১ নম্বর ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলার পর মেমারি ১ ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক স্পিড ব্রেকার তৈরির আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

আগুন নেভাতে অসুস্থ দমকল কর্মী চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: শনিবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ছোটদেউড়ি এলকায় একটি বাড়িতে। এদিন সকালে স্থানীয়রা বাড়ির দোতলা থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখেই দমকল বাহিনীকে ও পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশের পাশাপাশি আগুন নেভাতে কালনা ফায়ার ব্রিগেডের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বাড়ির ভিতরে আটকে পড়েন দু'জন। দমকলের কর্মীরা বাইরে থেকে সিঁড়ি লাগিয়ে জানালা দিয়ে দু'জনকে উদ্ধার করে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই বাড়িটি আব্দুল কাদের নামের এক ব্যক্তির। বাড়িতে জুতোর গোডাউন সহ ছাদে মোবাইলের টাওয়ার রয়েছে। স্থানীয়দের অনুমান, শর্ট সার্কিটের কারণেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। এদিন আগুন নেভানোর কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হন এক দমকল কর্মী। তাঁকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। জানা গিয়েছে, অসুস্থ ওই দমকল কর্মীর নাম ঝন্টু কুমার ঘোষ। তঁর বাড়ি মগরা এলাকায়। বাঁশবেরিয়া ফায়ার স্টেশন থেকে এদিন আগুন লাগার ঘটনায় তাঁরা দমকলের গাড়ি নিয়ে কালনায় পৌঁছেছিলেন। সকাল থেকেই তীব্র গরমে কাজ করার সময় ধোঁয়ার মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি এদিন দুপুরে তাঁকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে সেখানেই ভর্তি আছেন তিনি।

হুগলিতে শেষদিনের প্রচার রচনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রচারের প্রথম দিন শিল্প কলকারখানার ধোঁয়া দেখেছিলেন। তারপর কম ট্রোলের শিকার হতে হয়নি অভিনেত্রী তথা হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই শেষ দিনে প্রচারে বেরিয়ে মানুষের হাসিমুখ দেখলেন বলে জানালেন তৃণমূল প্রার্থী। শনিবার সকাল থেকে পাণ্ডুয়ার বৈঁচি নুনিয়াডাঙা থেকে রোড শো শুরু হয় প্রার্থীর। বৈঁচি বাজার আলিপুর বৈঁচিগ্রাম হয়ে বৈঁচিগ্রাম স্টেশনে এসে শেষ হয়। হুডখোলা গাড়িতে জনসংযোগ করেন তিনি। বিকেলে তাঁর প্রচার হুগলি চুঁচুড়া পুরসভা এলাকায়।

রচনা জানান, দেড় মাস ধরে প্রচার চলছে তাঁর। মানুষের ভালো সাড়া পেয়েছেন। দিন দু'য়েক আগে বৈঁচিতে প্রচারে যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি সময়ের অভাবে যেতে পারেননি। তা নিয়ে দলের কর্মীদের ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী কিছুটা মজার ছলে বলেন, 'আমাকে দু' টুকরো করে দিলে ভালো হয়। তা হলে আমি সব জায়গায় পৌঁছতে পারি। না হলে আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না সব জায়গায় পৌঁছনো। সবাই আশা করছে কিন্তু কিছু করার নেই। গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয় সবার সঙ্গে হাত মেলাতে হয় সেই কারণে হয়তো পৌঁছতে পারিনি। ওই জন্য এদিন সকালে এসে সেখানে প্রচার করলাম।'

এ দিকে, প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণার পর প্রথম দিন সিঙ্গুরে এসে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পের ধোঁয়া দেখেছিলেন। শনিবার তিনি বলেছিলেন, 'প্রচুর শিল্প হয়েছে। তাই এত ধোঁয়া।' যা নিয়ে মিম হয়েছিল বিস্তর। শেষ দিনে কি ধোঁয়া দেখতে পেলেন? এ প্রশ্নে রচনা বলেন, 'আজ ধোঁয়ার জায়গায় নেই। আমি আজ শুধু মানুষের হাসিমুখ দেখতে পেলাম। যাই হোক না কেন প্রচুর মানুষের ভালোবাসা নিয়ে ফেরত যাব।'

পঞ্চম দফার আগে ছত্তিশগড়ে পুলিশি অভিযানে নিহত মাওবাদী নেতা

রায়পুর, ১৮ মে: আবারও ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নেতা নিহত। শনিবার সকালে সুকমা জেলায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারায় এক মাও-নেতা। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত দুধি হুঙ্গার মাথার দাম ছিল এক লক্ষ টাকা। তাঁর বিরুদ্ধে ১৬টি অভিযোগ পুলিশের খাতায় ছিল। বহু দিন ধরেই পুলিশের 'ওয়ান্টেড' তালিকায় ছিল দুধি।

পুলিশ সূত্রে খবর, সুকমা জেলার পোলামপালি থানার বানঝারপাড়া এলাকার এক জঙ্গলে মাও-বিরোধী অভিযান চালানো হয়। ওই জঙ্গলে ভেট্টি মাংড়ু, হিতেশ-সহ একাধিক শীর্ষ স্থানীয় মাও-নেতাদের থাকার খবর পায় পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল অভিযান চালায়। শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ এই অভিযান চালানো হয় বলে খবর। পুলিশকে দেখেই গুলি ছুড়তে শুরু করে মাওবাদীরা। পাল্টা হামলা চালায় পুলিশও। শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই। প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট লড়াই চলে। ভেট্টি, হিতেশদের ধরতে না পারলেও পুলিশের গুলিতে নিহত হয় দুধি। মাওবাদীদের কন্টা এলাকা কমিটিতে মিলিশিয়া কমান্ডার হিসাবে সক্রিয় ছিলেন তিনি।

শনিবারের ঘটনা নিয়ে চলতি বছরে ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১০৫ জন মাওবাদী প্রাণ হারালো। ১০ মে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার গঙ্গালুরে ১২ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়। গত এপ্রিলেই পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর যৌথ অভিযানে ছত্তিশগড়ে মৃত্যু হয়েছিল ২৯ জন মাওবাদীর। তবে সেই অভিযান হয়েছিল বস্তারে। ২০১৮ সালে ১১২ জন মাওবাদী নিহত হয়। ২০১৬ সালে নিহত হয় ১৩৪ জন। ছত্তিশগড় রাজ্যটি তৈরি হওয়ার পর থেকে এই সংখ্যাটিই ছিল এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ।

কোভিশিল্ডের মতোই ভয়ংকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কোভ্যাক্সিনের !

লখনউ, ১৮ মে: শুধু কোভিশিল্ড নয়। ভয়ঙ্কর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে কোভ্যাক্সিনেরও। এবার বিস্ফোরক দাবি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের। গবেষকদের দাবি, কোভ্যাক্সিন নিয়েছেন এমন ৩০ শতাংশ রোগীদের মধ্যে এর ভয়ঙ্কর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। যদিও ওই দাবি নাকচ করেছে কোভ্যাক্সিনের প্রস্তুতকারক সংস্থা ভারত বায়োটেক।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের দাবি, কোভ্যাক্সিন নিয়েছেন এমন ৯২৬ জনের ওপরে এক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন তাঁরা। তাতে দেখা গিয়েছে, এদের প্রতি ৩ জনের মধ্যে একজনের দেহে শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে চর্মরোগ, স্ট্রোক, গিলান-বারি সিন্ড্রোম ও রক্ত জমাট বাঁধার মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। এর মধ্যে চর্মরোগ হয়েছে ১০.৫ শতাংশের।

স্নায়ুর সমস্যায় ভুগছেন ৪.৭ শতাংশ রোগী। পেশির সমস্যায় ভুগছেন ৫.৮ শতাংশ রোগী। ১০.২ শতাংশের কিশোর-কিশোরীর দেহে নানাবিধ শারীরিক সমস্যা দেখা গিয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সাধারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৮.৯ শতাংশ। ৪.৬ শতাংশ মহিলার দেহে ভ্যাকসিনের প্রভাবে ঋতুস্রাবজনিত নানা সমস্যা দেখা গিয়েছে। ২.৭ শতাংশ মহিলার মধ্যে চোখের সমস্যা দেখা গিয়েছে।

যদিও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের এই তত্ত্ব খারিজ করে দিয়েছে ভারত বায়োটেক। ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী ওই সংস্থার দাবি, এই ধরনের গবেষণার জন্য যে বৃহৎ পরিমাণ তথ্যের প্রয়োজন, সেটা গবেষকরা দিতে পারেননি। এমনকী, গবেষকদের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ভারত বায়োটেক।

সংরক্ষণ ইস্যুতে লালুপ্রসাদ যাদবকে কড়া বার্তা হিমন্তের

গুয়াহাটি, ১৮ মে: বিরোধীদের বিরুদ্ধে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের অভিযোগ তুলেছে গেরুয়া শিবির। এই ইস্যুতেই আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবকে কড়া বার্তা দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। সুর চড়িয়ে লালুর উদ্দেশে হিমন্তের বার্তা, না পোষালে তিনি যেন পাকিস্তানে চলে যান। কারণ ভারতে এটা কোনওভাবেই কোনওমতেই সম্ভব নয়।

তৃতীয় দফা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে আক্রমণ শানাতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় লালুপ্রসাদ যাদব জানিয়েছিলেন, বিজেপি চাইছে দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধানকে শেষ করতে। এই প্রসঙ্গেই লালু জানান, ভারতে মুসলিমদেরও সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়া উচিৎ। আরজেডি প্রধানের সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই নির্বাচনী প্রচারে তাঁকে কড়া সুরে আক্রমণ শানান অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলেন, লালু যদি মুসলিমদের সংরক্ষণ দিতে চান সেক্ষেত্রে ওনাকে পাকিস্তানে যেতে হবে। কারণ ভারতের মাটিতে এটা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। এবং ভারতের আইন যদি লালুর পছন্দ না হয় তবে পাকিস্তানই ওনার জন্য উপযুক্ত দেশ বলে কটাক্ষ করে হিমন্ত। এছাড়াও 'মুসলিম বিরোধী' পদক্ষেপে অসমে বিজেপি সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলেন, অসমের মাটিতে গজিয়ে ওঠা ৭০০ মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে তাঁর সরকার। ভোট প্রচারের মঞ্চে সাম্প্রতিক পাক অধিকৃত কাশ্মীরের পসঙ্গও বাদ দেননি হিমন্ত। তিনি বলেন, 'যদি এবার নরেন্দ্র মোদি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসেন তাহলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফের ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে। একইসঙ্গে অযোধ্যার মতো মথুরাতেও তৈরি হবে কৃষ্ণ মন্দির।'

প্রসঙ্গত, নির্বাচনী প্রচারে বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে বার বার ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের অভিযোগ তুলেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন, দেশের সংবিধানে কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের উল্লেখ নেই। অথচ যে সব রাজ্যে বিরোধীরা ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে শুধুমাত্র মুসলিম তোষণের উদ্দেশে তাঁদের ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত করেছে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। উদাহরণ স্বরূপ, কর্নাটক, কেরলের মতো একাধিক রাজ্যের উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি। এবার সেই ইস্যুতে সরাসরি মুসলিম সংরক্ষণের দাবিতে লালু সরব হতেই তাঁকে পাকিস্তান যাওয়ার পরামর্শ দিলেন বিজেপি শাসিত অসমের মুখ্যমন্ত্রী।

গাজায় অভিযান চালিয়ে তিন পণবন্দির দেহ উদ্ধার করল ইজরায়েলি ফৌজ

গাজা, ১৮ মে: সাত মাস পেরিয়ে গিয়েছে হামাস-বনাম ইজরায়েল যুদ্ধের। গাজায় এখনও হামাস জঙ্গিদের ডেরা বন্দি শতাধিক পণবন্দি। কবে তাঁরা মুক্তি পাবেন? কবে ফিরবেন ঘরে? এর উত্তর জানতে ইজরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তাঁদের পরিবার। এর মাঝেই গাজা থেকে উদ্ধার হয়েছে তিন পণবন্দি দেহ। যার মধ্যে রয়েছে জার্মান তরুণী শানি লুকের দেহও। এমনটাই জানিয়েছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। হামাস নিধনে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। খুঁজে খুঁজে নিশানা করা হচ্ছে হামাসের ডেরাগুলোকে। পণবন্দিদের লুকিয়ে রাখা থাকতে পারে এমন জায়গায় চিরুনি তল্লাশি চলছে। এএনআই সূত্রে খবর, শুক্রবার গাজার একটি অঞ্চলে অভিযান চালায় ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস। তার পরই আইডিএফের মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি বিবৃতি দিয়ে জানান, রাতভর অভিযানের পর তিন পণবন্দিদের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যাঁদের নাম শানি লুক, ইতজাক গেলেরেন্টার ও অ্যামিট বুস্কিলা। তবে ঠিক কোন অঞ্চল থেকে এই দেহগুলো মিলেছে তা স্পষ্টভাবে জানাননি হাগারি।

৭ অক্টোবর ২০২৩। যা ইজরায়েলের ইতিহাসে আরেক কালো দিন হিসাবে লেখা থাকবে। ওইদিন একদিকে সুপারনোভা মিউজিক ফেস্টিভ্যালে মেতে উঠেছিলেন বহু মানুষ। তখনই ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের হামাস জঙ্গিরা। আছড়ে পড়ে শয়ে শয়ে রকেট। ইহুদি দেশটিতে ঢুকে অপহরণ করে নিয়ে যায় দু'শোর উপর মানুষকে। সেই সময় ওই ফেস্টিভ্যালে ছিলেন জার্মান তরুণী শানি লুক, ইতজাক গেলেরেন্টার ও অ্যামিট বুস্কিলা। জেহাদিদের হাতে থেকে বাঁচতে পারেননি তাঁরা। তিনজনকে অপহরণ করে নিয়ে যায় জঙ্গিরা। গত অক্টোবর মাসে শানির খুলির অংশ পেয়েছিল ইজরায়েলি ফৌজ। যা নিয়ে ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট ইৎজ্যাক হারজোগ অভিযোগ জানিয়েছিলেন, জার্মান তরুণীর মুণ্ডচ্ছেদ করেছে হামাস জঙ্গিরা।

বলে রাখা ভালো, ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামলা চালানোর পর সাধারণ মানুষদের উপর হামাসের নির্মম অত্যাচারের ছবি দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে গোটা বিশ্ব। প্রকাশ্যে এসেছিল শানির উপর হওয়া অকথ্য অত্যাচারের ভিডিও। যেখানে দেখা যায়, এক তরুণীর নগ্ন দেহ হামাস জঙ্গিরা পিকআপ ভ্যানে নিয়ে ঘোরাচ্ছে। পরে জানা যায় সেই তরুণী পেশায় ট্যাটু শিল্পী শানি লুক।

এবার হারানো জমি দখল করতে খারকভে হামলা রুশবাহিনীর

কিভ, ১৮ ম: দু'বছর পেরিয়ে গেলেও থামছে না রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। গত কয়েকমাসে ইউক্রেনের আক্রমণের ধার বাড়িয়ে দিয়েছে মস্কো। এবার খারকভের দিকে অগ্রসর হচ্ছে রুশ ফৌজ। হামলা বাড়ছে যুদ্ধের এই গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টে। যার মোকাবিলা করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে কিয়েভকে। তাই প্রবল চাপের মুখে খারকভ থেকে পিছু হঠছে ইউক্রেনীয় বাহিনী! ২০২২ সালে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে খারকভ দখল করে নিয়েছিল রাশিয়া। কিন্তু রণক্ষেত্রে পালটা মার দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই শহর পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল ইউক্রেনীয় ফৌজ। তবে এবার হারানো জমি ফের দখল করতে খারকভে হামলা বাড়িয়ে দিয়েছে রুশবাহিনী। এই পরিস্থিতিতে প্রবল চাপের মুখে সীমান্তের বেশ কিছু গ্রাম থেকে সেনা সরিয়ে নিচ্ছে ইউক্রেন।

এ নিয়ে ইউক্রেনীয় সেনার মুখপাত্র জানিয়েছেন, খারকভের ওই অঞ্চলগুলো প্রচণ্ড হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া। প্রবল গোলাগুলির মাঝে বেকায়দায় পড়েছেন জওয়ানরা। তাই অন্য জায়গায় নতুন করে ঘাঁটি গড়া হচ্ছে। সেখান থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানো হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এই কঠিন পরিস্থিতিতে সমস্ত সফর বাতিল করে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ক্রমাগত বৈঠক করছেন সেনার সঙ্গে।

উল্লেখ্য, মাস দুয়েক ধরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে রণক্ষেত্রে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে কিয়েভকে। মস্কোর হামলায় যে প্রাণহানি ঘটছে তার জন্য নিজেদের দুর্বল বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেই দুষছেন জেলেনস্কি। বারবার তিনি আমেরিকা-সহ পশ্চিমা বিশ্বের কাছে হাতিয়ারের জন্য দরবার করছেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে 'বন্ধু' ইউক্রেনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকা। কয়েকদিন আগেই ৪০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধাস্ত্রের প্যাকেজ ঘোষণা করেছে হোয়াট হাউস।

হরিয়ানায় যাত্রীবাহি বাসে আগুন লেগে মৃত অন্তত ৯

চণ্ডীগড়, ১৮ মে: ভয়াবহ দুর্ঘটনা হরিয়ানার নুহতে। যাত্রীবাহী বাসে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৯ জনের। আহত ২৪। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের। তবে কীভাবে বাসটিতে আগুন লেগে যায় তা জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত দেড়টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। সেই সময় বাসে ছিলেন ৬০ জন। তাঁদের বেশিরভাগই তীর্থযাত্রী। মৃতদের মধ্যে ৬ জন মহিলাও রয়েছেন। এই ঘটনার একাধিক ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। যেগুলোতে দেখা গিয়েছে, একটি ফ্লাইওভারের উপর দাউদাউ করে জ্বলছে বাসটি।

আগুন লাগার সময় সেই বাসে থাকা এক বৃদ্ধা সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, বাসটির পিছনে একটি বাইক আসছিল। ওই বাইকআরোহীরই প্রথম নজরে আসে আগুন লাগার বিষয়টি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওভারটেক করে এসে বাসের চালককে খবর দেন। ওই বৃদ্ধার কথায়, 'আমি বাসের সামনের সিটেই বসেছিলাম। আগুন লাগার খবর শুনেই আমি বাসের জানলা থেকে ঝাঁপ দিই। কোনওরকমে নিজের প্রাণ বাঁচাই।' পঞ্জাবের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধা আরও জানান, বাসে তাঁর বেশ কয়েকজন আত্মীয় ছিলেন। সকলেই সাত-আট দিনের তীর্থযাত্রা সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু ফেরার পথেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'বাসটিকে ওইভাবে জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। পুলিশে খবর দেওয়া হলে দমকলের ৪টি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। আগুন নিভলে দেখা যায় বাসটির আর কোনও কিছু অবশিষ্ট নেই।' তবে এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি কীভাবে বাসটিতে আগুন লেগেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরপ্রদেশের সীতাপুরের ছায়া এবার ছত্তিশগড়ে

একই পরিবারের পাঁচ জনকে খুন করে আত্মঘাতী প্রতিবেশী যুবক

রায়পুর, ১৮ মে: উত্তরপ্রদেশের সীতাপুরের ছায়া এবার ছত্তিশগড়ে। একই পরিবারের পাঁচ জনকে হাতুড়ি এবং টাঙ্গি দিয়ে মেরে খুন করে আত্মঘাতী হলেন প্রতিবেশী এক যুবক। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ছত্তিশগড়ের সারংগড় বিলাইগড় জেলার থরগাঁওয়ে।

পুলিশ জানিয়েছে মৃতেরা হলেন, হেমলাল, জগমতি, মীরা, তাঁর পুত্র এবং দুই শিশু। অভিযুক্ত যুবকের নাম মনোজ সাহু ওরফে পাপ্পু টেলর। হেমলালদের প্রতিবেশী তিনি। মনোজের বাড়ি থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, হঠাৎই চিৎকার শুনতে পেয়ে ছুটে আসেন তাঁরা। হেমলালের বাড়ি থেকে সেই চিৎকার শোনা গিয়েছিল।

স্থানীয়েরা সেই আওয়াজ পেয়ে ছুটে যেতেই দেখেন বাড়ির ভিতরে রক্তাক্ত অবস্থায় এ দিক-ও দিক পড়ে রয়েছেন হেমলাল-সহ তাঁর পরিবারের পাঁচ সদস্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, লোকজন আসতে দেখেই হেমলালের বাড়ি ছেড়ে পালান মনোজ। পরে তাঁর বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় শিহরিত গোটা গ্রাম। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে দেহগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু কী কারণে হেমলালের পরিবারের উপর হামলা চালিয়েছিলেন মনোজ, সেই রহস্য এখনও ভেদ করতে পারেনি পুলিশ।

কিরঘিজস্তানের বিশকেকে ভারতীয় ছাত্রদের ওপর হামলা, নজর রাখছে নয়াদিল্লি

বিশকেক, ১৮ মে: ছাত্র সংঘাতে কার্যত কুরুক্ষেত্র হয়ে উঠেছে কিরঘিজস্তান! নিশানায় মূলত ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পড়ুয়ারা। বিদেশি ছাত্রদের হস্টেলে হামলা করছেন স্থানীয়রা। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে পড়ে আহত হন বেশ কয়েকজন। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত। সেদেশে থাকা ভারতীয় পড়ুয়াদের সতর্ক করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

জানা গিয়েছে, এই গোলমালের সূত্রপাত হয় গত ১৩ মে। কিরঘিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে কিরঘিজ পড়ুয়াদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে মিশরের ডাক্তারি ছাত্ররা। যার ভিডিও শুক্রবার ভাইরাল হয়। সেই দেখেই ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন বিশকেকের বাসিন্দারা। ওই শহরে অবস্থিত হস্টেলে হামলা চালান তাঁরা। যেখানে মূলত বিদেশি পড়ুয়ারা থাকেন। ক্ষুব্ধ জনতা 'টার্গেট' করছেন ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ছাত্রদের।

এই বিষয়ে কিরঘিজস্তানের পাক দূতাবাস জানায়, দলবেঁধে উত্তেজিত জনতা বিদেশি পড়ুয়াদের উপর আক্রমণ করছে। স্থানীয়দের রোষ থেকে রেহাই পাচ্ছে না ছাত্রীরাও। মেয়েদেরকেও হেনস্তা করা হচ্ছে। এই হামলায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন পড়ুয়া। এই পরিস্থিতিতে শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে জয়শংকর লেখেন, 'বিশকেকে ভারতীয় পড়ুয়াদের দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক বলে খবর পেয়েছি। পড়ুয়াদের ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।' ভারতীয় পড়ুয়াদের সাহায্যের জন্য ২৪ ঘণ্টার জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করে কিরঘিজস্তানের ভারতীয় দূতাবাস। বিবৃতি দিয়ে হস্টেলের ভিতরে থাকার পাশাপাশি ছাত্রদের নিয়মিত যোগাযোগে থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে দূতাবাসের তরফে।

বলে রাখা ভালো, কম টিউশন ফির কারণে কিরঘিজস্তান মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের পছন্দের গন্তব্য। এই মুহূর্তে সেদেশে ১৪ হাজার ৫০০ ভারতীয় পড়ুয়া রয়েছেন। পাকিস্তানি ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। তবে কিরঘিজস্তান সরকার জানিয়েছে, পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়েছে।

মাদক খেয়ে শারীরিক সম্পর্ক, মৃত্যু তরুণীর

লন্ডন, ১৮ এপ্রিল: যৌনতা নিয়ে হাজারো পরীক্ষানিরীক্ষা করতে ভালোবাসতেন। সেটাই হল কাল। যৌনতায় মেতে উঠতে গিয়েই মৃত্যু হয়েছে এক যুবতীর। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ব্রিটেনে। প্রেমিকার মৃত্যুর খবর পেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই তরুণীর প্রেমিকও।

জানা গিয়েছে, মৃতার নাম জর্জিয়া ব্রুক। ২৬ বছর বয়সি জর্জিয়া পেশায় নৃত্যশিল্পী। দীর্ঘদিন ধরে লুক ক্যানন নামে এক যুবকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, প্রেমিকের সঙ্গে নানারকমভাবে শারীরিক সম্পর্ক করতে পছন্দ করতেন জর্জিয়া। একাধিকবার এইভাবে যৌনতায় লিপ্ত হয়েছেন তাঁরা। শেষবার দু'জন মিলে পরিকল্পনা করেন, প্রচুর মাদক খেয়ে উদ্দাম যৌনতায় মাতবেন।

কিন্তু সেখানেই বিপত্তি। জানা গিয়েছে, কোকেন আর ঘুমের ওষুধ খেয়ে শারীরিক সম্পর্ক করেছিলেন যুগল। সেই সময়েই জর্জিয়ার শ্বাসরোধ করে ফেলেন লুক। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ওই যুবতীর মৃত্যু হয়। খবর পেয়েই হাসপাতালের কাছেই একটি জঙ্গলে গিয়ে আত্মঘাতী হন লুক। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

লুককেই কাঠগড়ায় তোলেন জর্জিয়ার মা। তিনি বলেন, আমার মেয়ে কী পরবে, কোথায় বসবে সবকিছুই ঠিক করে দিত লুক। ওই খুন করেছে জর্জিয়াকে। পালটা লুকের ভাই বলেন, প্রেমিকার প্রতি মোটেই এমন আচরণ করতেন না লুক। তদন্তে নেমে যুগলের মেসেজ থেকে পুলিশ জানতে পারে, মাদক খেয়ে সঙ্গমে আগ্রহী ছিলেন জর্জিয়া নিজেই।

তবে তদন্তের শেষে গোটা বিষয়টিকে অনিচ্ছাকৃত খুন হিসাবেই রায় দিয়েছে ব্রিটেনের স্থানীয় আদালত। বিচারকদের মতে, সঙ্গমের সময় ঘটলেও যেহেতু শ্বাসরোধ করার জেরে যুবতীর মৃত্যু হয়েছে, তাই এটা খুন। সেই সঙ্গে আদালত জানিয়েছে, পরীক্ষা করতে গিয়ে বিপজ্জনক যৌনতার দিকে ঝুঁকছে তরুণ প্রজন্ম। ২০২২ সালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার বিচার শেষে আদালতের মত, জর্জিয়ার এই করুণ পরিণতি থেকে সকলের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

অসমে কম্পিউটার সেন্টারে অগ্নিকাণ্ড

গুয়াহাটি, ১৮ মে: অসমের একটি কম্পিউটার সেন্টারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। ক্লাস চলাকালীন আগুন লাগায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ছাত্রছাত্রীরা। হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। শেষমেশ কম্পিউটার সেন্টারের ছাদ থেকে লাগোয়া একটি ছাদে লাফ দেন অনেকে। মই লাগিয়ে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীদের নামানো হয়। সেই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে কাছাড় জেলার শিলচরের একটি কম্পিউটার সেন্টারে। এক ছাত্রী লাফ মেরে নামতে গিয়ে পড়ে আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শিলংপট্টি এলাকার একটি বহুতলের চারতলায় রয়েছে কম্পিউটার সেন্টারটি। দুপুরে ক্লাস চলছিল সেখানে। আচমকাই সেন্টারের এক জায়গা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন ছাত্রছাত্রীরা। মুহূর্তেই আগুন ধরে যায় কম্পিউটার সেন্টারটিতে। কোনওরকমে ওই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ছাত্রছাত্রীরা।

কিন্তু চারতলায় কম্পিউটার সেন্টার হওয়ায় দ্রুত নেমে আসাও কঠিন হয়ে পড়েছিল।

বিরাটরা আইপিএলের প্লে-অফে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসকে হারিয়ে আইপিএলের প্লে-অফে উঠল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। পর পর ছ'ম্যাচ জিতে অসাধ্যসাধন করলেন বিরাট কোহলিরা। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ২১৮ রান করে বেঙ্গালুরু। কোহলি করেন ৪৭ রান। অর্ধশতরান করেন অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি। প্লে-অফে উঠতে হলে চেন্নাই সুপার কিংসকে ২০০ রানের মধ্যে আটকাতে হত বেঙ্গালুরুকে। সেটাই করে দেখান কোহলিদের দলের বোলারেরা। জয়ের ফলে বেঙ্গালুরুর পয়েন্ট হয় ১৪। চেন্নাইয়ের সমান পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের বিচারে প্রথম চার পাকা হয় কোহলিদের। শেষ ম্যাচ হেরে আইপিএল থেকে বিদায় নিতে হল গত বারের চ্যাম্পিয়ন মহেন্দ্র সিংহ ধোনিদের।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন চেন্নাইয়ের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়। শুরুটা ভাল করেছিলেন বেঙ্গালুরুর দুই ওপেনার কোহলি ও ডুপ্লেসি। প্রথম ওভারের পর হাত খোলেন তাঁরা। কোহলির একটি ছক্কা চিন্নাস্বামীর ছাদে লেগে ফেরে। ৩ ওভারে বেঙ্গালুরুর রান ছিল ৩১। তার পরেই বৃষ্টিতে বন্ধ হয় খেলা। বেশ কিছু ক্ষণ বন্ধ থাকলেও ওভার কমেনি।

দ্বিতীয় বার খেলা শুরু হওয়ার পরে পিচ থেকে সাহায্য পেতে শুরু করেন স্পিনারেরা। বিশেষ করে মাহিশ থিকশানা ও মিচেল স্যান্টনারের বল বেশ ঘুরছিল। কিছু বল থমকে আসছিল। ফলে পাওয়ার প্লে-র পরের তিন ওভারে রানের গতি কমে যায়। পাওয়ার প্লে-র পরে আবার হাত খোলা শুরু করেন কোহলিরা। পিচে স্পিনারের সাহায্য পেলেও খারাপ বল করেন রবীন্দ্র জাডেজা। তাঁর বলের গতি বেশি ছিল। সেই গতি কাজে লাগিয়ে বড় শট খেলছিলেন কোহলিরা। ধীরে ধীরে নিজের অর্ধশতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন কোহলি। কিন্তু ২৯ বলে ৪৭ রান করে স্যান্টনারের বলে আউট হন তিনি। স্যান্টনারের বল ঠিক মতো ব্যাটে-বলে হয়নি। লং অনে ভাল ক্যাচ ধরেন ড্যারিল মিচেল।

কোহলি না পারলেও অর্ধশতরান করেন ডুপ্লেসি। জাডেজার এক ওভারে বেশ কয়েকটি বড় শট খেলেন তিনি। ৫৪ রানের মাথায় দুর্ভাগ্যজনক ভাবে রান আউট হন তিনি। রজত পাটীদার সোজা শট মেরেছিলেন। স্যান্টনারের হাতে লেগে বল উইকেটে লাগে। ডুপ্লেসি ক্রিজে ব্যাট ঢোকাতে পারলেও ব্যাট হাওয়ায় ছিল। বেশ কিছু ক্ষণ দেখে তৃতীয় আম্পায়ার আউট দেন।

দুই ওপেনার আউট হলেও বেঙ্গালুরুর রানের গতি কমেনি। স্পিনারদের বিরুদ্ধে ভাল খেলছিলেন পাটীদার। ক্যামেরন গ্রিন নিশানা করছিলেন পেসারদের। দু'জনে মিলে দলের রান রেট ওভার প্রতি ১০-এর বেশি রাখছিলেন। ২৩ বলে ৪১ রান করেন পাটীদার। শেষ দিকে দীনেশ কার্তিক (৬ বলে ১৪) ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৫ বলে ১৬)-ও দ্রুত রান করেন।

শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২১৮ রান করে বেঙ্গালুরু। ১৭ বলে ৩৮ রান করে অপরাজিত থাকেন গ্রিন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম বলেই আউট হয়ে যান রুতুরাজ। ম্যাক্সওয়েলের বলে ফাইন লেগ অঞ্চলে খেলতে গিয়ে শূন্য রানে ফেরেন তিনি। ড্যারিল মিচেলও রান পাননি। ৪ রান করে আউট হন তিনি। চেন্নাইয়ের ইনিংস সামলান রাচিন রবীন্দ্র ও অজিঙ্ক রাহানে। ভাল খেলছিলেন তাঁরা। বল অনুযায়ী শট মারছিলেন। তাড়াহুড়ো করছিলেন না। জরুরি রান রেট আয়ত্তের মধ্যে রাখছিলেন।

বেঙ্গালুরুকে ম্যাচে ফেরান লকি ফার্গুসন। নিজের প্রথম বলেই ৩৩ রানের মাথায় রাহানেকে আউট করেন তিনি। অন্য দিকে স্বপ্নিল সিংহ ও ম্যাক্সওয়েল চেন্নাইয়ের ব্যাটারদের হাত খুলে খেলার সুযোগ দিচ্ছিলেন না। রানের গতি কমছিল। বড় শট মারা ছাড়া উপায় ছিল না। সেটাই করেন রাচিন। ম্যাক্সওয়েলের এক ওভারে ১৯ রান নেন তিনি। অর্ধশতরানও করেন নিউ জল্যান্ডের এই ব্যাটার।

রাচিন ভাল খেললেও আর এক ব্যাটার শিবম দুবে ব্যাটে-বলে করতে পারছিলেন না। বল নষ্ট করছিলেন তিনি। ম্যাক্সওয়েলের বলে ক্যাচ তোলেন তিনি। মহম্মদ সিরাজ সেই ক্যাচ ছেড়ে দেন। যদিও সেই ওভারেই শিবমের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে ৬১ রানের মাথায় রান আউট হন রাচিন। পরের ওভারেই আউট হন শিবম। ১৫ বলে ৭ রান করেন তিনি। ১১৯ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় চেন্নাইয়ের। জাডেজা ও স্যান্টনার জুটি বাঁধার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্যান্টনারের শট শূন্যে লাফিয়ে তালুবন্দি করেন ডুপ্লেসি। বোঝা যাচ্ছিল এই ম্যাচ জিততে কতটা মরিয়া তাঁরা। স্যান্টনার আউট হতে নামেন ধোনি। প্লে-অফে উঠতে ২৪ বলে ৬৩ রান করতে হত চেন্নাইকে। যশ দয়ালের এক ওভারে ওঠে ১৩ রান। শেষ তিন ওভারে দরকার ছিল ৫০ রান। ধোনি, জাডেজা ক্রিজে থাকায় স্বস্তিতে ছিল না বেঙ্গালুরু। সিরাজ ১৮তম ওভারে দেন ১৫ রান।

কে কোথায় দাঁড়িয়ে

কলকাতা নাইট রাইডার্স
১৩ ম্যাচে ৯টি জয়, ১৯ পয়েন্ট

রাজস্থান রয়্যালস
১৩ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
১২ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪পয়েন্ট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

চেন্নাই সুপার কিংস
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

দিল্লি ক্যাপিটালস
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস
১৩ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

গুজরাট টাইটানস
১৩ ম্যাচে ৫টি জয়, ১১ পয়েন্ট

পঞ্জাব কিংস
১৩ ম্যাচে ৫টি জয়, ১০ পয়েন্ট

মুম্বই ইন্ডিয়ানস
১৩ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

রোহিত কি মুম্বইয়ের হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলে ফেললেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আপাতত সবই গুঞ্জন। তবে পরিস্থিতি যেদিকে মোড় নিয়েছে, তাতে দুইয়ে দুইয়ে অনেকেই চার মিলিয়ে ফেলেছেন। ক্রিকেট,বিশ্লেষক থেকে সাধারণ সমর্থকেরা অনেকেই মনে করেন, রোহিত শর্মা ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের পথচলা এবারই শেষ।

গতকাল লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে এবার আইপিএলে নিজেদের শেষ ম্যাচটি খেলেছে মুম্বাই। অনেকে মনে করছেন, রোহিতের জন্যও মুম্বাইয়ের হয়ে এটাই ছিল শেষ ম্যাচ। সম্ভবত এমন ভাবনা মুম্বাইয়ের সমর্থকেরাও ভাবছেন। কে জানে, সে জন্যই হয়তো রোহিত গতকাল ৬৮ রানে আউট হয়ে ফেরার পথে ওয়াংখেড়ের গ্যালারি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছে!

রোহিত মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হন ২০১৩ আসরের মাঝামাঝিতে। পাঁচটি ট্রফি নিয়ে তিনি এখন যৌথভাবে আইপিএলের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক। অপরজন চেন্নাই সুপার কিংসের মহেন্দ্র সিং ধোনি। মূলত রোহিতের নেতৃত্বেই মুম্বাই সমর্থকপ্রিয় দলের একটি হয়ে উঠেছে। যে কারণে তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরানো মোটেই ভালোভাবে নেয়নি সমর্থকেরা। অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার জায়গায় পান্ডিয়ার নাম ঘোষণার পর থেকেই নিয়মিত ট্রলের শিকার হয়েছেন পান্ডিয়া। মুম্বাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হারিয়েছেন লাখ লাখ অনুসারী। নিয়মিত সমর্থকেরা পান্ডিয়াকে দুয়ো দিয়েছেন।

শুরুতে পরিস্থিতি যতটা খারাপ ছিল, পরে সেটি আরও খারাপ হয়েছে। মুম্বইয়ের কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার পান্ডিয়ার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে রোহিত যতই জনপ্রিয় হন না কেন, নেতৃত্বের ব্যাটন এখন পান্ডিয়ার হাতে। আর রোহিতও ব্যাট হাতে মুম্বাইয়ের হয়ে পারফর্ম করতে পারছেন না।

আইপিএলে ২০১৬ সালের পর থেকে ২০২৩ সালের আইপিএল পর্যন্ত হওয়া ৭ মৌসুমে কখনো ৩০ গড়েও রান করতে পারেননি। এই সময়ে গড়ের হিসাবে তাঁর সেরা মৌসুম ছিল ২০২১ সালে। সেবার ১৩ ম্যাচে ২৯ গড়ে ৩৮১ রান করেছিলেন রোহিত। এরপর ২০২২ মৌসুমে ব্যাটিং করেছেন ১৯ গড়ে আর ২০২৩ সালে ২০.৭৫ গড়ে। তাঁকে অধিনায়কত্ব থেকে সরানোর পেছনে নিশ্চয়ই এমন ব্যাটিং পারফরম্যান্সের ভূমিকা ছিল।

অর্থাৎ মুম্বাইকে এই আইপিএলের আগের ৭ আইপিএলে মুম্বাই অধিনায়ক পারফর্ম করতে পারেননি। এবারও নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। ১৪ ম্যাচে ৩২ গড়ে রান করেছেন ৪১৭, স্ট্রাইক রেট ১৫০। টি-টোয়েন্টি বিবেচনায় সংখ্যাটা খারাপ না হলেও ওপেনার রোহিতের কাছ থেকে দল আরও বেশি প্রত্যাশা করে। তাই সব মিলিয়ে মুম্বাইয়ে রোহিতের শেষ দেখছেন অনেকেই। অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন জিও সিনেমাতে ম্যাচের আগে বলেছেন, 'মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে এটি রোহিতের শেষ ম্যাচ হতে পারে। আপনি জানেন না, এই মৌসুমের পর পরিস্থিতি কী হবে, তবে মুম্বাইয়ের অবিশ্বাস্য এক ক্রিকেটার ও নেতা রোহিত।'

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফর গতকাল ম্যাচ চলাকালে বলেছেন, 'আমার মনে হচ্ছে, মুম্বাইয়ের জার্সিতে আমরা শেষবার রোহিতকে দেখছি।'

কিছুদিন আগে কলকাতার সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে রোহিতের ভাইরাল হওয়া অডিও ও বিদায়ের গুঞ্জনের পক্ষেই যায়। সেখানে রোহিত বলেছিলেন, 'প্রতিটি জিনিস পরিবর্তন হচ্ছে। এটা ওর ওপরে। যা,ই হোক ওটা আমারও ঘর, ওই মন্দির আমি বানিয়েছি। আমার কী, আমার তো এটাই শেষ।'

মূলত এই অডিও ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই রোহিতের বিদায়ের গুঞ্জন শুরু হয় জোরালোভাবে। আর সামনেই আইপিএলের মেগা নিলাম। সেখানে দলগুলো নতুন করে দল সাজাতে চাইবে। রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে কাল মার্ক বাউচারের সংবাদ সম্মেলনেও প্রশ্ন উঠেছিল। মুম্বাইয়ের প্রধান কোচ বাউচার বলেছেন, 'সত্যি বলতে, রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। পুরো মৌসুম নিয়ে ওর সঙ্গে গতকাল বা তার আগের রাতে কথা বলেছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এরপর কী? সে বলেছে ত্রবিশ্বকাপদ।'

বাজে পারফরম্যান্সের পর নিষিদ্ধ পান্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার। এবারের আইপিএল থেকে তাঁর দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ছিটকে গেছে সবার আগে। কাল নিজেদের শেষ ম্যাচেও লক্ষ্ণৌর কাছে হেরেছে তারা।

লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে এ ম্যাচে স্লো ওভার রেটের কারণে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হলেন পান্ডিয়া। যেহেতু এই মৌসুমে মুম্বই শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছে, তাই পান্ডিয়া মিস করবেন আগামী মৌসুমের প্রথম ম্যাচ।

যদি পান্ডিয়াকে মুম্বাই ধরে না রাখে, অর্থাৎ আগামী মৌসুমে পান্ডিয়া নতুন কোনো দলে খেলেন, তাহলে সেই দলের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না। লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে ম্যাচটিসহ টুর্নামেন্টে মোট তিনবার ওভাররেট মানতে পারেনি মুম্বাই। তাই এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে ৩০ লাখ রুপিও জরিমানা করা হয়েছে পান্ডিয়াকে। 'ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার'সহ দলের বাকি সবারও জরিমানা হয়েছে। তাঁদের দিতে হবে ১২ লাখ রুপি অথবা নিজের ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশের মধ্যে যেটি কম।

মুম্বই ও পান্ডিয়ার জন্য এবারের মৌসুমটি ভুলে যাওয়ার মতোই। ১৪ ম্যাচে পান্ডিয়ার মুম্বই জিততে পেরেছে মাত্র ৪টি ম্যাচে। টুর্নামেন্ট শেষ করেছে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থেকে। অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার জায়গায় পান্ডিয়ার নাম ঘোষণার পর থেকেই নিয়মিত ট্রলের শিকার হয়েছেন পান্ডিয়া। ট্রল, সমালোচনার জবাব দেওয়ার জন্য যে পারফর্ম করার প্রয়োজন ছিল, মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়া তার ধারেকাছেও করতে পারেননি। ১৪ ম্যাচে মাত্র ১৮ গড়ে রান করেছেন মাত্র ২১৬।

অন্যদিকে বল হাতে ১১ উইকেট নিয়েছেন, সেটা আবার ১০.৭৫ ইকোনমি রেটে।

অধিনায়ক হওয়ার থেকেই ভারতীয় অলরাউন্ডার পান্ডিয়াকে রীতিমতো অসম্মান করছেন অনেক সমর্থক। এই যেমন নিজেদের প্রথম ম্যাচে গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে, নিজের তৃতীয় ওভার মাত্র শুরু করেছেন পান্ডিয়া। ঠিক সেই সময় মাঠে ঢুকে পড়ে একটি কুকুর। কুকুরটিকে দেখে দর্শকেরা 'হার্দিক, হার্দিক...' বলে চিৎকার করতে থাকেন। এমন অনেক অসম্মানের শিকার হয়েছেন পান্ডিয়া। নিয়মিত পান্ডিয়াকে দুয়ো দিয়েছেন অনেক সমর্থক।

এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়া পান্ডিয়ার জন্য খারাপ লাগছে মুম্বাই কোচ মার্ক বাউচার, 'দুয়ো ধনি শোনা দারুণ কিছু নয়। হার্দিকের জন্য খারাপ লাগছে। এমন কিছুর মধ্যে দিয়ে যাওয়া ভালো কিছু নয়। অনেক বিষয় আছে, যা আমাদের ঠিক করতে হবে এবং আমরা সেটা ঠিক করব।'

ধোনির কারণেই আমরা আজকের কোহলিকে দেখছি: গাভাস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরাট কোহলি আধুনিক ক্রিকেটের কিংবদন্তি। কিন্তু একা একা তা হওয়া যায় না। বেড়ে ওঠার সময়ে কারও না কারও পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। সুনীল গাভাস্কার মনে করেন, কোহলির ক্ষেত্রে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি।

আইপিএলে গতকাল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস-লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ম্যাচে বৃষ্টিবিরতির সময় ভারতের টিভি চ্যানেল স্টার স্পোর্টসকে এমন কথা বলেন গাভাস্কার। তাঁর ভাষায়, 'বিরাট কোহলির ক্যারিয়ার যখন শুরু হয়, তখন সেটা থেমে থেমে এগিয়েছে। আসল কারণ হলো ধোনি তাকে একটু অতিরিক্ত প্রেরণা দিয়েছে, যে কারণে আমরা আজকের কোহলিকে

দেখছি।'

ভারতের কিংবদন্তি গাভাস্কার ও কোহলি সাম্প্রতিক সময়ে বাগ্‌যুদ্ধে জড়িয়েছেন। আইপিএলে মাঝের ওভারগুলোয় কোহলির মন্থর স্ট্রাইক রেটের সমালোচনা করেছেন ৭৪ বছর বয়সী গাভাস্কার।

কোহলির স্ট্রাইক রেট নিয়ে এর আগে সংবাদমাধ্যমকে গাভাস্কার বলেছেন, 'ধরা যাক আপনার স্ট্রাইক রেট ১১৮, আপনি প্রথম বলটি খেলার পর ১৪ কিংবা ১৫তম ওভারে আউট হলেন এবং তখনো আপনার স্ট্রাইক রেট ১৮৮; এটার জন্য আপনি যদি প্রশংসা প্রত্যাশা করলেও বাস্তবতা ভিন্ন। আমরাও অল্পবিস্তর ক্রিকেট খেলেছি। হয়তো অনেক খেলিনি, কিন্তু যেটা দেখি, সেটাই বলি। কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই। এমনকি সেটা থাকলেও যেটা ঘটে, সেটাই বলি।' সর্বকালের অন্যতম সেরা ওপেনার হিসেবে খ্যাতি পাওয়া গাভাস্কারের সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন কোহলি, 'যারা আমার স্ট্রাইক রেট এবং স্পিন ভালো খেলতে না পারা নিয়ে কথা বলে, তারা এসব (পরিসংখ্যান) নিয়েই কথা বলে। আমার কাছে দলের জন্য ম্যাচ জয়ই আসল এবং এ কারণেই ১৫ বছর ধরে এটা করে যাচ্ছি। দিনের পর দিন করে যাচ্ছি। আমি জানি না, বক্সে বসে খেলা নিয়ে কথা বলতে আপনারা কখনো এমন পরিস্থিতিতে পড়েছেন কি না।'

কোহলির এই মন্তব্যকে সাবেক ক্রিকেটারদের ক্রিকেটজ্ঞানের প্রতি অপমান হিসেবে নিয়েছিলেন গাভাস্কার।

আইপিএলে এবারের মৌসুমে দারুণ ফর্মে আছেন কোহলি। ১৩ ইনিংসে ১৫৫.১৬ স্ট্রাইক রেটে ১ সেঞ্চুরি, ৫ ফিফটিসহ করেছেন ৬৬১ রান। গড় ৬৬.১০। এবার আইপিএলে রান তোলায় কোহলিই শীর্ষে। ২০০৮ সালের ১৮ আগস্ট ডাম্বুলায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আন্তর্জাতিক অভিষেক কোহলির। ভারতের সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন ধোনি। ২০১১ সালে কিংস্টোনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কোহলির টেস্ট অভিষেক ম্যাচেও অধিনায়ক ছিলেন ধোনি। ওয়ানডেতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ধোনিকে অধিনায়ক হিসেবে পেয়েছেন কোহলি। টেস্টে পেয়েছেন ২০১৫ পর্যন্ত এবং টি-টোয়েন্টিতে ২০১৬ পর্যন্ত।

পাকিস্তান দলে কলহের গুঞ্জন উড়িয়ে ঐক্যের কথা বললেন আফ্রিদি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শাহিন আফ্রিদিকে সরিয়ে গত ৩১ মার্চ পাকিস্তান জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে ফিরিয়ে আনা হয় বাবর আজমকে। এ নিয়ে আফ্রিদি তখন একটু নাখোশ হয়েছিলেন বলেও জানিয়েছিলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম। তৈরি হয়েছিল বিতর্কও।

পিসিবি যখন আফ্রিদিকে টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে বাবরকে সেখানে ফিরিয়ে আনল, পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ২৯ ক্রিকেটার তখন কাকুলের সামরিক একাডেমিতে ক্যাম্প করছিলেন। ১১ দিনের ক্যাম্প চলাকালে পিসিবি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, শাহিন নতুন অধিনায়ক বাবরকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করবেন বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তখন শাহিনের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, পিসিবি নিজেদের মনগড়া কথা বিবৃতিতে জুড়ে দিয়েছে। এরপর আফ্রিদি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে বলেছিলেন, 'ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ো না; কতটা নির্মম হতে পারি, ভাবতেও পারবে না।'

সে যাহোক, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সেই আফ্রিদির কণ্ঠে এখন অন্য সুর। তাঁকে সরিয়ে বাবরকে অধিনায়ক পদে ফেরানোর পর পাকিস্তান দলে বিভেদ তৈরি হয়েছে বলে গুঞ্জন উঠেছিল। বাঁহাতি এই পেসার সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'পরিবারে কখনো কখনো ছোটখাটো মতবিরোধ হতেই পারে, এমনকি সেটি ভাইদের মধ্যেও হয়। কিন্তু আমাদের দলে এমন কোনো কিছুই নেই।'

পিসিবির পডকাস্টে এই কথা বলেছেন আফ্রিদি। তাঁর ভাষায়, 'আমাদের খেলোয়াড়েরা একে অপরের কথা শোনে। আমাদের দায়িত্ব হলো ক্রিকেট খেলে দেশকে আনন্দে ভাসানো।'

গত বছর নভেম্বরে ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর বাবরকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে আফ্রিদিকে নিয়ে আসা হয় তাঁর জায়গায়। কিন্তু দায়িত্বটি বেশি দিন পালন করতে পারেননি আফ্রিদি। সম্প্রতি বাবরের নেতৃত্বেই আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জয়ের স্বাদ পেয়েছেন ২৪ বছর বয়সী এই পেসার। গত মঙ্গলবার শেষ হওয়া এই সিরিজের পর পাকিস্তানের সামনে এখন ইংল্যান্ড সফর।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই সংস্করণে সেখানে চার ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। এরপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে বাবরের দল। ২ জুন (বাংলাদেশ সময়) শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু করবে পাকিস্তান।

আফ্রিদি জানিয়েছেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তান দলের ঐক্য অটুট আছে। তাঁর ভাষায়, 'ঐক্য বজায় রেখে খেলাটা আমাদের লক্ষ্য। এই সময়টাও বিরোধ কিংবা তর্ক করার নয়। এখন সবার একই রাস্তায় চলার সময়।'

নিজের বোলিং নিয়ে আফ্রিদি বলেছেন, 'ছন্দ ও গতি দিয়ে বোলিং করছি। নিজের স্পেলগুলো উপভোগ করছি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সব বোলারেরই এক-দুই ম্যাচ পরপরই বাজে দিন যায়। বোলাররা এখন এমন সব চ্যালেঞ্জেরই মুখোমুখি হয়।'

মেসি বার্সা চুক্তির সেই ন্যাপকিন পেপার নিলামে ১১ কোটি টাকায় বিক্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি: গল্পটা সবারই জানা। ১৩ বছর বয়সী লিওনেল মেসি ও একটি ন্যাপকিন পেপারের গল্প। ২০০০ সালে বার্সেলোনার ট্রায়ালে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন মেসি। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সে বছরের ১৪ ডিসেম্বর বার্সেলোনা টেনিস ক্লাবে মেসির সঙ্গে চুক্তি করেছিল কাতালান ক্লাবটি।

আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে যেন অন্য কোনো ক্লাব নিতে না পারে, সে জন্য তাড়াহুড়া করে একটি ন্যাপকিন পেপারের ওপর সেই চুক্তি করা হয়েছিল। গত ফেব্রুয়ারিতে জানা গিয়েছিল, ঐতিহাসিক সেই ন্যাপকিন পেপার মার্চে নিলামে তুলবে ব্রিটিশ নিলামপ্রতিষ্ঠান বোনহামস। মার্চে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছিল, ন্যাপকিন পেপারের দাম ৬ লাখ ৩৫ হাজার ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে।

কিন্তু মেসি-বার্সা সম্পর্ক শুরুর সেই ঐতিহাসিক 'দলিল',এর দাম আসলে প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে। নিলামকারী প্রতিষ্ঠান বোনহামস জানিয়েছে, শুক্রবার ন্যাপকিন পেপারটি নিলামে ৯ লাখ ৬৫ হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছে। নিলামে ন্যাপকিন পেপারের ভিত্তিমূল্য ছিল ৩ লাখ ডলার।

মেসিকে নিজেদের জন্য পেতে ন্যাপকিন পেপারে প্রাথমিক চুক্তি সারার পর আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি করেছিল বার্সা। বাকিটা ইতিহাস। বার্সার হয়ে এমন কোনো শিরোপা নেই, যা জেতেননি মেসি। তাঁর কিংবদন্তি হয়ে ওঠার যাত্রা শুরুও ক্যাম্প ন্যুর ক্লাবটি থেকেই। ন্যাপকিন পেপারে করা সে চুক্তিতে লেখা ছিল, 'বার্সেলোনায় ১৪ ডিসেম্বর, ২০০০ সালে মিনগেলা, হোরাশিও আর বার্সার ক্রীড়া পরিচালক কার্লোস রেক্সাসের উপস্থিতিতে পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে নির্দিষ্ট অঙ্কে লিওনেল মেসিকে সই করানোর ব্যাপারে একমত হওয়া গেল।' আর্জেন্টাইন এজেন্ট হোরাশিও গ্যাগিওলি প্রথমে মেসির

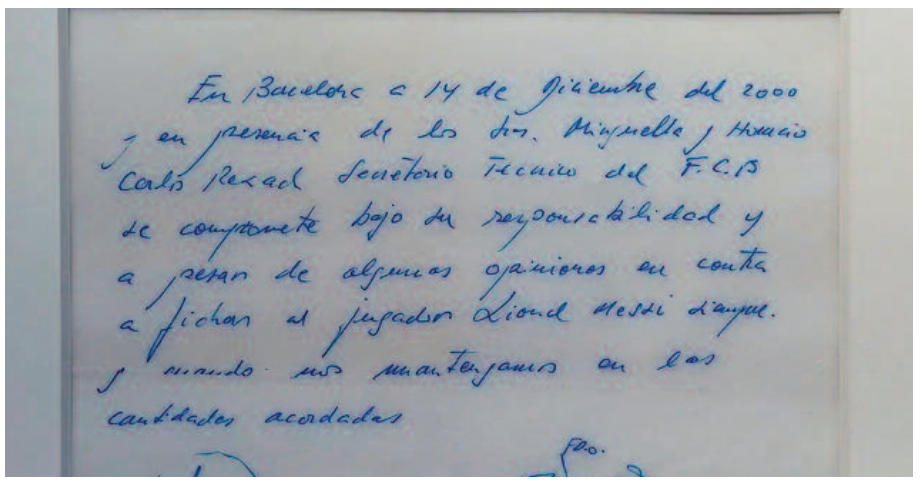

নাম সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে ন্যাপকিন পেপারে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। বোনহামস জানিয়েছে, ন্যাপকিন পেপারটি গ্যাগিওলির কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি নিলামে যে দামে বিক্রি হয়েছে, সেখান থেকে একটি অংশ অনলাইন নিলামের প্রশাসনিক ফি হিসেবে দিতে হবে;এটি 'ক্রেতার প্রিমিয়াম'।

ন্যাপকিন পেপারে নীল কালিতে চুক্তি লেখা হয়েছিল। মেসির বাবা হোর্হে মেসি তাঁর ছেলেকে আর্জেন্টিনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। হোর্হেকে আশ্বস্ত করতে বার্সা তড়িঘড়ি করে ন্যাপকিন পেপারে চুক্তিটি সম্পন্ন করে। এই ন্যাপকিন পেপারে গ্যাগিওলি, মিনগেলা ও রেক্সার্সের সই আছে। ঘটনাস্থলে একজন ওয়েটারের কাছে কাগজ চেয়েছিলেন বার্সার তখনকার ক্রীড়া পরিচালক রেক্সার্স। কিন্তু সেই ওয়েটারের কাগজের বদলে তাঁকে একটি সাদা ন্যাপকিন পেপার দেন।

বার্সার হয়ে ৪ বার চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ১০ বার লা লিগা জয়ের পর ২০২১ সালে মেসি যোগ দেন পিএসজিতে। গত বছর ফরাসি ক্লাবটি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন মেসি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**